NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

ধানক্ষেতে যুবতীর দেহ উদ্ধার ৫

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ২০২৪ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.11.2024, Vol.18, Issue No. 156 8 Pages, Price 3.00

কসবা কাণ্ডে ধৃত মাস্টারমাইন্ড

দল পাশে আছে, বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ আফরোজ খান ওরফে মহম্মদ ইকবাল ওরফে গুলজারকে এবার পাকড়াও করল পুলিশ।

শনিবার গলসি থানার পুলিশের নাকা চেকিং চলার সময় জাতীয় সড়ক থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গলসি থানার পুলিশ। এরপর কলকাতা পুলিশের খবর দেওয়া হলে, কলকাতা পুলিশের একটি দল গলসি থানায় এসে তাঁকে নিয়ে যায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, পালানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে পালানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তবে তার আগেই লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন।

শনিবার সুশান্ত ঘোষকে ফোন করেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, দল পাশে আছে। শনিবার মমতার ফোনের কথা জানিয়েছেন সুশান্তবাবু নিজেই। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাউন্সিলরের আরও বক্তব্য, শুক্রবার ঘটনার অভিঘাতে তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দলের সমর্থন পেয়ে এবং এতদিনকার রাজনৈতিক কেরিয়ারের কথা ভেবে পরে মতবদল করেছেন। এখন তিনি এখান থেকে সরে গেলে এ ধরনের সমাজবিরোধী শক্তি আরও মাথাচাড়া দেবে। তৃণমূলে থেকেই এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে তিনি জানান।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সুশান্তকে লক্ষ্য করে পর পর দু’বার গুলি চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু দু’বারই ব্যর্থ হন ভাড়া করা ‘শুটার’। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে শুক্রবার রাতেই যুবরাজ সিং নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই পরিকল্পনার ছক স্পষ্ট হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানিয়েছেন, কাউন্সিলরকে ‘ভয় দেখানোর’ জন্য তাঁকে সুপারি দিয়েছিলেন জনৈক মহম্মদ ইকবাল। তিনিই পিস্তলের বন্দোবস্ত করেছিলেন। যুবরাজকে নাইন এমএম পিস্তলটি দিয়েছিলেন। তবে সুশান্তকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর সময় সেই পিস্তল কাজ করেনি। তবে সুশান্তকে কেন খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার রাতে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছিল, স্থানীয় এক ব্যক্তি সুশান্তকে খুনের বরাত দিয়েছিলেন। তাঁর কথা মতো বিহার থেকে ‘শুটার’ ভাড়া করে আনা হয়। শনিবার প্রকাশ্যে আসে ইকবালের নাম। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী, মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য সুশান্তকে খুনের চেষ্টা করেছিলেন। ইকবালের নাম জানার পর থেকেই তাঁর সন্ধান শুরু হয়। তদন্তকারীরা জানতে পারেন সীমানা পেরিয়ে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ইকবাল। তার পরই কলকাতা লাগায়ো প্রায় সব জেলাকে সতর্ক করা হয়। বাইকে করে পালানোর সময়ই বর্ধমানের গলসিতে ইকবালকে আটক করে পুলিশ। তার পর তাঁকে লালবাজারে নিয়ে আসা হয়। সূত্রের খবর, বাইক নিয়ে তিনি বিহারের জামুই যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

ধৃত যুবরাজের জবানবন্দি থেকে পুলিশ জানতে পারে, ইকবালও বিহারের বাসিন্দা। লকডাউনের সময় থেকে ইকবাল বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় থাকেন। সুশান্তকে খুন করার জন্য তিনি সরাসরি শুটারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। বিহারে তাঁর এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। তিনিই আরও একজনের মাধ্যমে শুটার ভাড়া করেন। তারপরই খুনের পরিকল্পনা করা হয়। হাতে হাতে আড়াই হাজার টাকা পাবেন, ওই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর বিহার থেকে দুই সঙ্গীকে নিয়ে শুক্রবার কলকাতায় আসেন যুবরাজ। বিহার থেকে হাওড়া ট্রেনে, তারপর ট্যাক্সিতে কলকাতা বন্দর এলাকায় উঠেছিলেন তাঁরা। সেখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ইকবালই। যে ট্যাক্সি চেপে অভিযুক্তেরা ঘুরছিলেন, সেই ট্যাক্সির চালককে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার ধৃত শুটার যুবরাজকে আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়। আদালতে রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী সৌরীন ঘোষালের সওয়াল, অভিযুক্ত বিহারের বৈশালী থেকে আসার পরই ‘লক্ষ্য’ ঠিক করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ছাড়াও আরও লোক ছিলেন। তবে তাঁরা পালিয়েছেন। পুরো চক্রের হদিশ চলছে। বৈশালীর আরও কয়েকজন এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছেন। সুশান্তের আইনজীবী সুব্রত সরকার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আদালতে একই দাবি করেন। পাশাপাশি, তাঁরা আরও জানান, কেন এসেছিলেন, কে তাঁদের পাঠিয়েছিলেন, তা জানতে হবে। অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। সওয়াল, জবাব শেষে অভিযুক্তকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতের ঘটনার পরে সুশান্তের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে গার্ডরেল দেওয়া হয়েছে শনিবার। আগে সুশান্তের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের দুই নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। এ বার নিরাপত্তা দ্বিগুণ করছে পুলিশ। সুশান্ত জানিয়েছেন, তাঁকে খুনের চেষ্টার পর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে তাঁর খোঁজ নিয়েছেন। একে একে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস কুমারের সঙ্গে কথা হয়েছে সুশান্তের। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

তৃণমূল কাউন্সিলরের মৃত্যুতে ব্ল্যাকমেল তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৪ সাল থেকে টানা কাউন্সিলর ছিলেন সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। পাশাপাশি তিনি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান ছিলেন। ইছাপুর আনন্দমঠ বি-ব্লকে তিনি ভাড়া থাকতেন।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। চারদিক খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। এমনকি তাঁর মোবাইল ফোনও সুইচ বন্ধ ছিল। শুক্রবার রাতেই তাঁর পরিবারের তরফে নোয়াপাড়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছিল। শনিবার সকালে তিনতলার ছাদের রেলিংয়ের সঙ্গে তাঁকে ঝুলতে দেখা যায়। নোয়াপাড়া থানার পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

তবে পুলিশ একটি চিরকুট উদ্ধার উদ্ধার করেছে। সেই চিরকুটে তাঁর মৃত্যুর জন্য এক মহিলা ও তাঁর স্বামীকে দায়ী করা হয়েছে। সত্যজিৎবাবুকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার অভিযোগ তুলে এদিন একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন মৃতের পরিবার পরিজন এবং পড়শিরা। তাঁরা জানান, আগে উনি কাউকে কিছুই জানাননি। চিঠিতে উনি সব লিখে গিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারাকপুর লস্ফ বাজার এলাকার বাসিন্দা জয়শ্রী দাস ও তাঁর স্বামী সত্যজিৎবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওই মহিলা ওঁকে ব্ল্যাকমেল করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

জয়শ্রী দাস এবং তাঁর স্বামীর শাস্তির দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন মৃতের পড়শিরা। ঘটনার তদন্তে এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস বলেন, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। একটা চিরকুট পাওয়া গিয়েছে। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, শুক্রবার সকাল থেকে ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিন সকালে তাঁর ভাড়া বাড়ির ছাদ থেকে পুলিশ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার পুরসভার মিটিংয়ে দু’ঘন্টা সত্যজিৎবাবু তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তখনও তিনিই কিছুই বুঝতে পারেননি। কিন্তু তাঁকে ব্ল্যাকমেল কিংবা মানসিক নির্যাতন কেউ করেছে কিনা, সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখবে।

ঝাঁসি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১০ সদ্যোজাত, আহত ১৬

ঝাঁসি, ১৬ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে শুক্রবার রাতে এক সরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে ১০ সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ১৬ জন শিশু। উত্তরপ্রদেশের একাধিক হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। চলছে বাঁচানোর চেষ্টা। কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের সরকার। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করেছে। রয়েছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঘিরে অভিযোগ। এমনকি এক নার্সের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগও উঠে এসেছে। উঠেছে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপ জোড়া লাগানোর মতো অভিযোগও।

এবার সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব দাবি করলেন, আগুন লেগেছে নিম্নমানের অক্সিজেন কনসেনট্রেটর থেকে। এর পিছনে রয়েছে দায়িত্বে অবহেলার মতো কারণ। যাঁরা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাঁদের কড়া শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন অখিলেশ। ঝাঁসির জেলাশাসক অভিনাশ কুমার

জানিয়েছেন, শুক্রবার ১০টা ৩৫ নাগাদ মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগুন লাগে। অধিকাংশ শিশুকে উদ্ধার করা গেলেও অন্তত ১০ শিশু মারা গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি লিখেছেন, ‘ঝাঁসি জেলার মেডিক্যাল কলেজের এনআইসিইউ ওয়ার্ডে আগুন লেগে শিশুমৃত্যুর ঘটনা হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। জেলা প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য চালাতে।’

শুক্রবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ আগুন লেগেছিল ঝাঁসির মহারানি লদীবাঈ মেডিক্যাল কলেজের সদ্যোজাত বিভাগে। হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঠিক ভাবে কাজ করেনি বলে অভিযোগ উঠে আসছে। একাংশের অভিযোগ, দু’বছর আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের মেয়াদ-উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেগুলি ঠিকমতো কাজ করেনি বলে অভিযোগ এক প্রত্যক্ষদর্শীর। তাঁর দাবি, হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঠিকঠাক কাজ করলে ১০ সদ্যোজাতের মৃত্যু আটকানো যেত।

এরপর দুয়ের পাতায়

চা-বাগানের নালায় মৃত্যু হস্তিশাবকের, তাণ্ডব মা’র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডুয়ার্স: চা-বাগানের নালায় পড়ে হস্তিশাবকের মৃত্যু। শনিবার সকালে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের কারবালা চা-বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পরেই জলপাইগুড়িতে ডুয়ার্সের চা-বাগানে তাণ্ডব চালাল ক্ষিপ্ত মা হাতি। হামলা বন দপ্তরের গাড়িতেও। তাতে অবশ্য প্রাণহানি হয়নি। কোনওক্রমে পালিয়ে বেঁচেছেন চালক। স্থানীয় সূত্রে খবর,

রেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতির দলের এক শাবকের মৃত্যু হয় চা-বাগানের নালায় পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড। তারা শাবক হাতিটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। সেই সময়েই এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে মা হাতি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মা হাতিটি বন দপ্তরের গাড়িতেও হামলা চালিয়েছে। কোনওক্রমে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণে বেঁচেছেন চালক। ঘটনাস্থলে নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। বাগানের নিরাপত্তারক্ষী করণ ওরাও জানান, রাতে যে ডিউটিতে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই গোটা ঘটনা জানতে পারেন তিনি। বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছিল। বনকর্মীরা হাতির শাবকটিকে উদ্ধার করতে গেলে বনকর্মীদের গাড়িতে হামলা চালায় মা হাতিটা। সকলেই ভীষণ আতঙ্কে রয়েছেন।

হারলেন বক্সিংয়ে, হারালেন বয়সকে: *প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ২৭ বছরের তরুণ তুর্কি জেক পলের কাছে হার মানলেন ৫৮-র ‘লৌহমানব’। তবে জিতে নিলেন হৃদয়। কানায় কানায় পূর্ণ টেক্সাসের আর্লিংটন স্টেডিয়ামে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আট রাউন্ডই লড়লেন ‘বৃদ্ধ’ মাইক টাইসন।*

ট্যাব কাণ্ডে মালদা ও ইসলামপুরে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা ও রায়গঞ্জ: এবারে ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে মালদা থেকে গ্রেপ্তার হলেন এক যুবক। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানার তিনশত দিঘি এলাকায় হানা দিয়ে সেরাজুল মিঁয়া নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সেরাজুলের অ্যাকাউন্টে পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা ঢুকেছিল। মালদার গাজোলের একটি স্কুলের এক পড়ুয়ার দশ হাজার টাকা ঢুকেছিল তাঁর অ্যাকাউন্টে। শনিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এর আগে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে মালদা থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ এবং

একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। এঁরা প্রত্যেকেই অন্য জেলার ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিলেন। তবে এই প্রথম মালদার ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার এই সেরাজুল মিঁয়া বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ট্যাব কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রংচড়ি গ্রাম থেকে মহম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কালিম্পং জেলার গোরুবাথান থানার পুলিশ। ওই রাতেই তাঁকে গোরুবাথান নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি তাঁর গ্রামে বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট মুদি দোকান চালান। মাসখানেক আগে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা ঢোকে। টাকার উৎসের খোঁজ না করেই তিনি ওই টাকা তুলে নেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ব্রাজিলে জি২০ সামিটে যোগ দিতে রওনা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার রওনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রাজিলে আয়োজিত হতে চলেছে চলতি বছরের জি২০ শীর্ষ সম্মেলন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আগামী ১৮-১৯ নভেম্বর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা ওই সম্মেলনে সামিল হবেন। তবে, মোদির পাঁচ দিনের সফরে ব্রাজিল ছাড়াও থাকছে নাইজেরিয়া এবং গয়ানাও।

শনিবার দুপুরে নাইজেরিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী দু’দিন সেখানেই কাটাবেন তিনি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রনেতা সে দেশে পা রাখতে চলেছেন। শনি এবং রবিবার নাইজেরিয়ায় কাটানোর পর সোমবার ব্রাজিলে যাবেন নরেন্দ্র মোদি। এ বিষয়ে মোদি বলেন, ‘নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবুর আমন্ত্রণে এই প্রথম বারের জন্য সে দেশে যাওয়া। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে নাইজেরিয়া ভারতের অন্যতম বন্ধু দেশ। এই সফর দু’ দেশের দ্বিপাক্ষিক

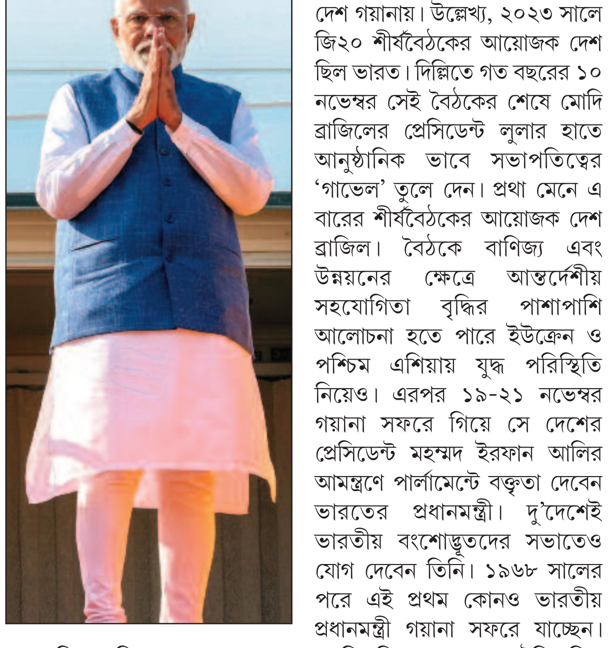

সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।’ নাইজেরিয়া থেকে সরাসরি রিও ডি জেনেইরোয় জি২০ বৈঠকের উদ্দেশে রওনা দেবেন মোদি। সবশেষে তাঁর গন্তব্য দক্ষিণ আমেরিকার আর এক দেশ গয়ানায়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে জি২০ শীর্ষবৈঠকের আয়োজক দেশ ছিল ভারত। দিল্লিতে গত বছরের ১০ নভেম্বর সেই বৈঠকের শেষে মোদি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সভাপতিত্বের ‘গাভেল’ তুলে দেন। প্রথা মেনে এ বারের শীর্ষবৈঠকের আয়োজক দেশ ব্রাজিল। বৈঠকে বাণিজ্য এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আলোচনা হতে পারে ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও। এরপর ১৯-২১ নভেম্বর গয়ানা সফরে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ ইরফান আলির আমন্ত্রণে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দু’দেশেই ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সভাতেও যোগ দেবেন তিনি। ১৯৬৮ সালের পরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গয়ানা সফরে যাচ্ছেন। মোদির বিশ্বাস, দু’দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কে নয়া দিক নির্দেশ করবে তিন দেশের এই সফর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **MANJU RANI KISHOR DAS** W/o Kishor Das, residing at C/o Panchanan Mitra, Holding No.-320/7, New Town, P.O. - Inda, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721305, West Bengal shall henceforth be known as **MANJURANI** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No. N/01, dated : 14/11/2024. **MANJU RANI KISHOR DAS** and **MANJURANI** both are same and identical person.

SITUATION VACANT

Walk in Interview, Mahatma P.T.T.I.(D.El.Ed.) Hogalbaria, Nadia. PO- Foundation Course (1), English (1) & Physical Education (1). Eligibility and pay scale as per NCTE & State Govt. Norms. Apply with C.V. and all documents within 15 days from the Notification. Contact:

M - 9734415057

।। সন্ধান চাই ।।

আমি জয়া রায় চৌধুরী, পিতা মন বাহাদুর সোনার জানাইতেছি যে, আমার পিতা **মন বাহাদুর সোনার** পিতা- ৺করবীর সোনার, উচ্চতা 5’5”, গায়ের রঙ পরিষ্কার, গত ইংরাজী 21/02/2017 তারিখ হইতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, যাহা শ্রীরামপুর থানায় 1775 নং ডাইরী তাং 24/02/2017 বলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাকে খুঁজিয়া পান তাহা হইলে নিম্নে আমার দেওয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত থাকিব/হইব।

ইতি- জয়ারায় চৌধুরী
পিতা- মন বাহাদুর সোনার, সাং- 265/2, সীতারাম বাগান, পোঃ- বৈদ্যবটী, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-712222.

নাম-পদবী

গত ২৩/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Ghosh (old name) S/o. Jatin Ghosh, R/o. Palpara Jora Mandir East, P.O. & P.S.- Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jaydeb Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Joydeb Ghosh & Jaydeb Ghosh S/o. Jatin Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ৩০.০১.১৯৮০.

I, **KUHELI SAU** D/O Sri Ramjee Prasad Sau, W/O Late Tarak Dutta residing at 345, Mahamaya Tala, Bhagirath Apartment, Flat No. 1, Mandir Road, Garia, Kolkata-700084, West Bengal, do hereby declare that I am raising my child (Riddhima Dutta) on my own, **I am inclined that “SAU” as title in place of DUTTA”.** On 11.11.2024 vide an affidavit before Judicial Magistrate, Alipore Court, I affirm that **Riddhima Dutta, D/O Late Tarak Dutta and Riddhima Sau, D/O Late Tarak Dutta** is the same and one identical person.

জেলা ঃ- হুগলী
মোকাম চন্দননগরের জেলা ডেলিগেট আদালত।
সন ২০২৪ সালের ৫ নম্বর সাকশেষন এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা।

দরখাস্তকারী ঃ-
(১) নেহাল কুমার সাউ,
(২) ন্যাইন্সি কুমারী সাউ,
উভয়ের পিতা ৺উমেশ সাউ,
সাং-৩৬, এস.বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটি, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২২২২।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত উমেশ সাউ পিতা ৺হীরালাল সাউ, সাং-৩৬, এস.বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটি, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, নিম্ন বর্নিত অর্থ ওনার প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ওনার তদানিন্তন কর্মক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়া গত ইংরাজী ১২/ ১১/ ২০১৫ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি বাবদ জমা অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্তকারীদ্বয় উক্ত কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং হাজির থাকিয়া বা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল টাকার বিবরন

অফিসের নাম যেথা হইতে সাকশেষন সার্টিফিকেট দাবী করা হইয়াছে - **ডালহাউসি জুট কম্পানী।**

অর্থের বিবরন	টাকার পরিমান (আনুমানিক)
প্রাভিডেন্ট ফান্ড	৭০,৬৫৪/-
গ্র্যাচুইটি	৯৫,৭৬০/-

মোট ১,৬৬,৪১৪/- (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশত চৌদ্দ) আনুমানিক

শ্রী শুভজিৎ সেনগুপ্ত
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
২০/ ০৪/ ২০২৪

In the Court of the District Delegate, Kharagpur

Succession Certificate No. 40/2023
Nishi Kanta Kar and six others
= VS = ...Petitioners
General Public.........O.Ps.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, নিশিকান্ত কর পিতা ৺অবিনাশ চন্দ্র কর ওরফে অবিনাশ কর সাং- ঝাপেটাপুর, পোঃ- খড়্গপুর, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১ ও তাহার অপর ভাই ও বোনেরা মিলিত ভাবে মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, খড়্গপুর আদালতে তাহাদের মৃত মাতা বেলা রানি কর স্বামী - ৺অবিনাশ চন্দ্র কর ওরফে অবিনাশ কর সাং- ঝাপেটাপুর, পোঃ- খড়্গপুর, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত এই সাকসেশন সার্টিফিকেট মোকদ্দমা নং ৪০/২০২৩ উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমাটি আগামী ২১-১২-২০২৪ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানী হইবে।

SCHEDULE OF PROPERTY
Saving Bank A/c No.15320100005103 of UCO Bank Kharagpur Branch, Rs. 4,65,164.90 + accured interest.

অনুমত্যানুসারে 14.11.24
Madan Mishra সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট খড়্গপুর,পশ্চিম মেদিনীপুর।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জিলা হুগলী, জিলা জজ আদালত
রেফাঃ- মিস কেস নাম্বার ৮৫/২০২৪
দরখাস্তকারী – কৌশিক সাহা

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে এ-৪০২, সুখনীড় এপার্টমেন্ট, ৭ গোয়ালাপাড়া লেন, ফেরী ঘাট এর নিকট, পোঃ – শ্রীরামপুর (এম), থানা – শ্রীরামপুর, জিলা – হুগলী, - পিন – ৭১২২০১, অধুনা এ-১, নক্ষত্র অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৫৪, নবলিয়া পাড়া রোড, পোঃ – বরিশা, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা – ৭০০০০৮, নিবাসীর অধুনামৃত **পারভীন সুলতানা,** স্বামী - শ্রী কৌশিক সাহা মৃত্যুর পূর্বে একটি সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে গত ইং ০৮/০৯/২০২১ তারিখে মৃত্যু কালীন সময়ে তাহার ওয়ারিশ হিসাবে তার স্বামী **শ্রী কৌশিক সাহা** এবং কন্যা **ঐশিকা সাহাকে** রাখিয়া যান। অত্র দরখাস্তকারী **শ্রী কৌশিক সাহা** তাহার নাবালিকা কন্যার প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করিবার জন্য মহামান্য জিলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলীর নিকট অনুমতির জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর উক্ত প্রার্থনা মোতাবেক যদি কাহারো কোনরূপ দাবী অথবা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপন দাবী পেশ করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমায় একতরফা বিবেচিত হইয়া যথা বিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীগণের তরফ উকিলবাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার শীল (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জিলা - হুগলী, জিলা জজ আদালত

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ ই নভেম্বর। ১ লা অগ্রহায়ণ। রবিবার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টত্তরী রবি র মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্ত্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(অগ্নিকন্যা মাতঙ্গীনি হাজরা র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
লালা লাজপত রায়ের প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৮৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ঝাঁসি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

আবার হাসপাতালের এক নার্সের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসছে। ভগবান দাস নামে অপর এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, দুর্ঘটনার মুহূর্তে তিনি ওই ওয়ার্ডেই ছিলেন। তাঁর সন্তানকে ওই ওয়ার্ডে রাখা ছিল। তাঁর অভিযোগ, আগুন লাগার ঠিক আগেই ওয়ার্ডে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়েছিলেন এক নার্স। দেশলাই কাঠির আগুন ব্যবহার করে নাকি তিনি অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপ জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলেন। এনআইসিইউ ওয়ার্ডে সাধারণত বেশি মাত্রায় অক্সিজেন রাখা থাকে। ওই প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, দেশলাই কাঠি ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে গিয়েছিল ওয়ার্ডে।

এনআইসিইউ ওয়ার্ড হল সদ্যোজাতদের জন্য বিশেষ আইসিইউ ব্যবস্থা। সেখানে ১৮টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়ে দ্বিগুণের বেশি সদ্যোজাতকে রাখা হয়েছিল সেখানে। কানপুরের এডিজি অলোক সিংহ জানিয়েছেন, ওই ওয়ার্ডে ৪৭ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩৭ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, ১০ জনকে বাঁচানো যায়নি। দুর্ঘটনার পর পরই ঝাঁসির সিনিয়র পুলিশ সুপার সুধা সিংহ জানিয়েছিলেন, মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি জানতে পারেন, ওই ওয়ার্ডে ৫২-৫৪ জন শিশুকে ভর্তি রাখা হয়েছিল। ফলে ঠিক কতজনকে সেখানে ভর্তি রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে পুলিশি স্তর থেকেই একাধিক বক্তব্য উঠে এসেছে এখনও পর্যন্ত।

কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখার জন্য ঝাঁসির ডিভিশনাল কমিশনার এবং ডিআইজিকে নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। যে হেতু এই ওয়ার্ডে বেশি মাত্রায় অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে, তাই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

ট্যাব কাণ্ডে মালদা ও ইসলামপুরে ধৃত দুই

প্রথম পাতার পর

শনিবার গোরবাথান থানা থেকে পুলিশের একটি টিম ওই গ্রামে এসে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে নিয়ে যায়।

তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি কোনও ভাবেই এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন বিভিন্ন সরকারি অনুদানের টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে আসে। সেইরকম কোনও অনুদানের টাকা ঢুকেছে ভেবেই তিনি ওই টাকা তুলে খরচ করে ফেলেছেন। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রিজাউল আলম জানিয়েছেন, ‘ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। তাঁর পক্ষে এই র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আমাদেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে তাঁর সতর্ক থাকা উচিত ছিল।’

পুলিশের একাংশের সন্দেহ, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে টাকা সরাবার জন্য বিভিন্ন গ্রামের মানুষের অ্যাকাউন্ট একটা পার্সেন্টেজের বিনিময়ে ভাড়া নেওয়ার প্ল্যানও করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, এই চক্র বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে যুক্ত করছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলে তাঁর উৎস সম্পর্কে খোঁজ নেন না। আমি জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের (তৃণমূল কংগ্রেসের) নির্দেশ দিয়েছি নিজ নিজ এলাকায় এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে তাঁরা যাতে প্রচার শুরু করেন।’

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে কিচকতলা হাই স্কুলে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ১৩ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা অন্য কোনও অজ্ঞাত অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের থেকে তাদের ট্যাবের টাকা অ্যাকাউন্টে আসেনি জানতে পেরেছে দেরি না করে ১১ নভেম্বর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেন।

চোপড়া, গোয়ালপোখর ও কেরলের একটি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকেছে বলে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। পুলিশের কাছে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছেও গোটা ঘটনা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর সাইবার থানার পুলিশ।

বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টে সুস্থ শিশুরা শোনালেন থ্যালাসেমিয়া মুক্তির কাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরীব থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। এখন থেকে বারবার রক্ত দেওয়ার বদলে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের সাহায্যে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব। শনিবার কলকাতার টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের প্রিমেসারায়া হলে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সুস্থ শিশুদের নিয়ে শিশু দিবস পালন অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের নানা সুযোগ সুবিধা তুলে ধরলেন চিকিৎসকরা।

একটা সময় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাইরে থেকে শরীরে রক্ত নিতে হত। ব্লাড ব্যাংক থেকে এই রক্ত জোগাড় করা এক সমস্যা ছিল। চিকিৎসকরা নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর চেষ্টা করতেন। এই সমস্যা দূর করতে বেশ কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, একবার যদি রোগীর বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন করা যায় তাহলে বারবার রক্ত বদলের কোন প্রয়োজন পড়বে না। আক্রান্ত শিশু পুরো সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। শনিবার কলকাতার টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে

এই ধরনের সুস্থ শিশুদের নিয়ে শিশু দিবসের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক শিশু জড়ো হয়। তাদের হাসি, গান এবং কলতানে ভরে ওঠে অনুষ্ঠান চত্বর। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া ইন্ডিয়ার সচিব শোভা তুলি বলেন, ‘ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গে কোল ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে যাতে আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায়। এর জন্য গোটা দেশে ১৭টি তালিকাভুক্ত হাসপাতাল আছে যেখানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী কোল ইন্ডিয়া শিশুদের চিকিৎসায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে ৬১০টির বেশি শিশুকে সাহায্য করা হয়েছে। তাদের পরিবার কোনদিন ভাবতেই পারেনি যে এই ধরনের রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব।’ টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের নির্দেশক ডক্টর পি অরুন বলেন, ‘থ্যালাসেমিয়া জটিল রোগ হলেও এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।’ থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরিজিৎ নাগ জানিয়েছেন, ‘কম বয়সি শিশুদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব। এর জন্য চাই সচেতনতার প্রসার। এই ধরনের চিকিৎসা খরচ সাপেক্ষ হলেও অনেক সংস্থা এর জন্য অনুদান দিয়ে থাকে।

এই প্রতিস্থাপনের জন্য যার রক্ত থেকে বোন ম্যারো নেওয়া হয় তার কোনো রিস্ক থাকে না।’ স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘টাটা মেডিক্যাল সেন্টার যে কাজ করছে তা প্রশংসাযোগ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের পর তাদের শিশুরা কেমন আছে সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ছোটো শিশুদের বাবা মায়েরা।’

উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের ট্যাবের টাকা নিয়ে সাইবার প্রতারণার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার সমস্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টাকা পাঠানোর আগে উপভোক্তার সমস্ত তথ্য যাচাই করা হবে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জয় জোহার-সহ সব সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। অর্থ দপ্তর ও ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা ব্যাঙ্কের তথ্য যাচাই করবেন বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে। তারপরেই ট্রেজারির মাধ্যমে টাকা পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই দপ্তরগুলিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্নে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের বৈঠকে ডেকেছেন। সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির টাকা দু’ভাবে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়। একটি সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ভ্যালিডেট করে ব্যাঙ্ক। এ ছাড়াও বেশিরভাগ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পেতে সরকারি প্রকল্পে তথ্য আপলোড করতে হয়। সেই আবেদন মঞ্জুর হলে ট্রেজারি থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যায়। এখানে অ্যাকাউন্ট ভ্যালিডেশনে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এর সুযোগ নিয়েই ট্যাবের টাকা গায়েব হয়েছে বলে মনে করছে অর্থ দপ্তর। এবার গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট-সহ বিস্তারিত তথ্য আগে অর্থ দপ্তর এবং ব্যাঙ্ক আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। দেখা হবে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে কি না। এটা নিশ্চিত হওয়ার পরেই ট্রেজারিকে নির্দেশ দেওয়া হবে, টাকা বা সাম্মানিক উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে।

এক্সাইডে নয়া সিনিয়র প্রেসিডেন্ট প্রবীণ সরফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রবীণ সরফকে সিনিয়র প্রেসিডেন্ট এবং হেড অফ অপারেশন্স হিসাবে নিয়োগ করল। একজন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পার্সোনেল (এসএমপি) হিসেবে এক্সাইডের শীর্ষ নেতৃত্ব দলের অংশ হবেন তিনি। প্রবীণের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ৩৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি বোশ (ভারত ও জার্মানি), বাজাজ, এন্ডুরেন্স টেকনোলজি এবং ক্রম্পটন গ্রীভস কনজিউমার ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের মতো গ্লোবাল বেঞ্চমার্ক সংস্থাগুলিতে কাজ করেছেন। এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও অভিক রায় বলেন,‘আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের দলে প্রবীণকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।’

প্রবীণের পণ্য উৎপাদন, গুণমান এবং সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনার মতো ক্ষেত্রগুলিতে সুদৃঢ় অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ক্রম্পটন গ্রীভস কনজিউমার ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড অপারেশন, এসসিএম প্ল্যানিং এবং লজিস্টিক এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রবীণ একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পুনের গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও অর্জন করেছেন।

সচেতনতাই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার। এই নিয়েই এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল বি.পি. পোদ্দার হসপিটালে, বিষয় ছিল- ‘ট্রিটমেন্ট অব সারকোমা’। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিভাগের স্বনামধন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ডক্টর সানি খান্না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চিফ অফ অপারেশনস নম্রতা ভট্টাচার্য।

কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরোপিতা বিশ্বরূপ দে’র উদ্যোগে শিশু দিবস উদযাপন। প্রায় ১০০০ শিশুকে এদিন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিশ্বরূপ দে’র উদ্যোগে।

উত্তর কলকাতার পাইক পাড়ায় দাস পরিবারে কার্তিক পূজা। মেরি ও মিঠু পালের এই জমজ কার্তিক পুজো চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ করল। বর্তমানে কাটোয়া এবং চুঁচুড়া চন্দননগরকেও টেক্কা দিচ্ছে কলকাতার কার্তিক পুজো। কার্তিক পুজো’২৪ সেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিল কলকাতা তিলোত্তমা।

আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

শুক্রবার বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিবাসীদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা ওই অনুষ্ঠানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। এবার আদিবাসী উন্নয়নে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্প ঠিকমতো চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বৈঠক ডেকেছেন তিনি।

আগামী সোমবার নবান্ন সভাঘরে আদিবাসী উপদেষ্টা কমিটির ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটায় এই বৈঠক হওয়ার কথা। এই কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী। ভাইস চেয়ারম্যান আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

বাঘ সুমারির জন্য ক্যামেরা বসতে চলছে সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘের সংখ্যা জানার জন্য আবারও সুন্দরবনের জঙ্গলে বসতে চলেছে ক্যামেরা। প্রতিবছর শীতের সময় সুন্দরবন বেড়াতে আসেন অনেক মানুষ। প্রতিবারের মতো এবারেও বাঘের সঠিক সংখ্যা পেতে সুন্দরবনে ৪৫দিন ধরে বসানো থাকবে ক্যামেরা। ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবার করে এবার পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকবে। সুন্দরবনে ঠিক কত বাঘ রয়েছে, তাঁর নিখুঁত সংখ্যা পেতে এবার ৩০-এর বদলে ৪৫ দিন ধরে চলবে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের কাজ। দক্ষিণ রায়ের ছবি তুলতে বসানো হবে ১,৪৪৪টি ক্যামেরা। গতবারের তুলনায় এবার এই সংখ্যায় কোনও হেরফের হয়নি। সব মিলিয়ে ৪১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের বাঘের সর্বক্ষণের গতিবিধি নজরবন্দি করবে এই ক্যামেরা। তাঁরা কোন এলাকায় বেশি ঘুরছে, কী করছে সব রেকর্ড হবে। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন সুন্দরবনের জঙ্গল সকল পর্যটকদের জন্য মঙ্গলবারের বদলে শুক্রবার করে বন্ধ থাকবে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক জানান, জঙ্গলের একটা বড় অংশ ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে। বেশি সংখ্যক বাঘের ছবি যাতে ধরা পড়ে, তার জন্যই ৪৫ দিন জঙ্গলে রাখা থাকবে ক্যামেরা। উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘হতেই পারে কোনও বাঘ ক্যামেরা বসানো জায়গায় ৩০ দিন এল না। পরে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হল। তখন তাঁর ছবি ধরা পড়বে, তাছাড়া এই ক্যামেরা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাটারির আয়ু থাকে ৪৫দিন পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাইছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। আর গতবারের মতো এবারও মেছো বিড়াল, বুনো শুকর সহ অন্যান্য প্রাণীর ছবিও ধরা পড়বে এতে। পরে সেগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বনবিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একসঙ্গেই এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে, সেজন্য বনকর্মীদের এক প্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ২১শে নভেম্বর জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করবেন বনকর্মীরা। ২৬শে নভেম্বরের মধ্যে সেটা শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছবি তোলার কাজ চলবে। তবে এবার ছোট ছোট এলাকা ধরে ক্যামেরা বসানো হবে, নাকি বড় এলাকা জুড়ে, সেজন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং ডিএফও যৌথভাবে তা ঠিক করবে। বনবিভাগ সূত্রে জানা গেল, বাঘেদের খুনসুটি, কে কখন দৌড়ে শিকার করছে, শাবকদের নিয়ে মা বিশ্রাম নিচ্ছে,এসব আগের বার ধরা পড়েছিল। এবারও আশা করা যাচ্ছে, আরও অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে। আর শীতের আগমনে বাঘ দর্শনের আশায় এখন পর্যটকরা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ২০২৪, ১ অগ্রহায়ণ, রবিবার

সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার চাঞ্চল্যকর তথ্য, ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টা। এই ঘটনায় পুলিশের হাতে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রেফতার আরও এক। সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় মহম্মদ ইকবাল নামক এক ব্যক্তির নাম নিয়েছিল ধৃত দুষ্কৃতী। শনিবার সেই ইকবালকে বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। জানা গিয়েছে, এ দিন মহম্মদ আফরোজ নামে এক ব্যক্তিকে প্রথমে বর্ধমান থেকে আটক করে কলকাতা পুলিশ। তদন্তকারীদের সন্দেহ আফরোজই আসলে ইকবাল। এই নিয়ে কসবার গুলি চলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তবে এর পিছনে 'বড় কোনও মাথাই' সক্রিয় বলে মনে করছেন কাউন্সিলর। তাঁর বক্তব্য, বড় মাথা না থাকলে কেন সুপারি কিলার নিয়োগ করবে তা নিয়েও। এই ঘটনায় কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ জানান,'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! আগামী দিনে এটা বাজে জায়গায় যাচ্ছে। আমাদের কখনও ভাবতে হয়নি রাজনীতি করতে গেলে ক্রিমিন্যালকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। গত কয়েক বছরে কসবার চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। কসবায় ভালো মধু রয়েছে। সেই মধু পেতেই হানাহানি। ভাল নেই কসবা।' এখানেই প্রশ্ন উঠেছে কী ইঙ্গিত করলেন সুশান্ত তা নিয়েও। এরই রেশ ধরে সুশান্ত এদিন এও বলেন, 'কসবা আধুনিক হচ্ছে, কসমোপলিটন হচ্ছে অঞ্চল। এখানে অবাঙালির সংখ্যা প্রচুর বাড়ছে। কোনও একজন নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই কাজটা করেছে। শোনা যাচ্ছে, বিহার থেকে সুপারি কিলার এনে এই কাজ করানো হয়েছে। এখানকারই কেউ নিশ্চয়ই আছে। বিহারের সঙ্গে তো আমার সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই। আমার মনে হয় না দলের। বড় মাথা না হলে কেনই বা পয়সা দিয়ে সুপারি কিলার নিয়োগ করবে?'

এদিকে বঙ্গ রাজনীতিতে কসবা এলাকায় কান পাতলে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার সঙ্গে সুশান্ত ঘোষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা শোনা যায়। কালীপুজোর সময়ে হালতুতে নবীন সঙ্ঘ কালীপুজোর মণ্ডপ ভাঙচুরের সময় সুশান্তর অনুগামীরাও সেই অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু সুশান্ত সে সময়েও সরাসরি কিছু বলেননি। শুক্রবার রাতের গুলি চালনার ঘটনার পর লিপিকা মান্না বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোথা থেকে আসবে? আমরা তো সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে চলি। আমি তো শুনিনি সুশান্তও কখনও আমার নামে কিছু বলেছেন। আমরা দুজনই এক পার্টি করি। নিজেদের ব্যবসার জন্য, আমাকে পিছনে রেখে কিছু করতে চায়, সেটা অন্য ব্যাপার। একটা মুষ্টিমেয় লোক এটা করে যাচ্ছে। এটাকে নিয়ে অন্য লোকেরা রাজনীতি করছে।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবার শপিং মলের কাছে নিজের বাড়ির সামনেই বসেছিলেন সুশান্ত ঘোষ। অভিযোগ, বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাড়ির দরজায় লাগে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাশিয়ান কেমিক্যাল তরজা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সিআইডি-র তলবে আদালতের নির্দেশে গত ১৪ নভেম্বর ভবানী ভবনে তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশ মতো তদন্তকারীরা তাঁকে চার ঘণ্টা জেরা করেন। 'চেয়ারে স্প্রে করা থাকবে রাশিয়ান বিষ। সেটা শরীরে স্পর্শ করলে কয়েক মাসের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হতে শুরু করবে।' সিআইডি জেরা সমাপ্তির পর বেড়িয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে ও শুভেন্দু অধিকারীকে এবং দলের প্রথম সারির আরও চার-পাঁচজন নেতাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত চলছে। যাতে ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ফের ক্ষমতায় আসতে পারে। অর্জুনের যুক্তি ছিল, কেমিক্যাল স্প্রে করে তাঁকে এবং শুভেন্দুকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সেই কেমিক্যাল আনা হয়েছে সুদূর রাশিয়া থেকে। ওই কেমিক্যাল শরীরের কোথাও স্পর্শ করলে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যু হতে পারে। এদিন সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছেন। কারণ, রাশিয়ান কেমিক্যাল এমন একটা বিষ। শরীরের কোথাও লাগলে তৎক্ষনাৎ 'একশান' হয়না। তাই শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করাতে তিনি হাসপাতালে গেলেন।' তাঁর দাবি, রাশিয়ান মাফিয়ারা ওই বিষাক্ত কেমিক্যাল তৈরি করে থাকেন। এটা অনেকেই জানেন। কিন্তু বলার সাহস তো সবার থাকে না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'রক্ত পরীক্ষা, ইকো পরীক্ষা থেকে শুরু করে হার্ট, বৃক্ক, যকৃৎ-সহ শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তিনি পরীক্ষা করান। দু'তিন দিনের মধ্যে তিনি রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে তিনি আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন।'

ডিসেম্বরের আগে জাঁকিয়ে শীতের কোনও আশা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপমাত্রার পারদ নামছে ক্রমশ। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই শীতের আমেজ। মরশুমে প্রথমবার কুড়ির নিচে কলকাতার পারদ। শনিবার দিন ভোর-সকালের দিকে ১৯ এর ঘরে নেমে যায় কলকাতার পারদ। শনিবারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতের তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পারাপতন দেখা যাচ্ছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৩৯ থেকে ৯৩ শতাংশের আশপাশে। অন্যদিকে, পশ্চিমাঞ্চলে ১৪-১৫ ডিগ্রির ঘরে পারদ। তবে আবহাওয়া দফতর বলছে, এখনই পুরোপুরি শীত আসতে ঢের দেরি। মাঝ ডিসেম্বরের আগে জাঁকিয়ে শীতের আশা নেই। তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে ১৮-এর ঘরে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা।

এদিকে, শিলিগুড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া। হালকা রোদ। তাপমাত্রা ১৮-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে কুয়াশা, মেঘ। সঙ্গে রয়েছে হালকা রোদ। বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া। তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কালিম্পংয়ে মেঘলা আকাশ। ওদিকে কুয়াশার আড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঠাণ্ডা হাওয়া। তাপমাত্রা ১৫-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপাইগুড়িতেও পরিষ্কার আকাশ। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডুয়ার্সে পরিষ্কার আকাশ। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুরদুয়ারে মেঘলা আকাশ। সর্বনিম্ন ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ। সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরে সকাল থেকেই প্রচন্ড কুয়াশা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইসলামপুরে হালকা কুয়াশা, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গঙ্গারামপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণ দিনাজপুরে পরিষ্কার আকাশ। বালুরঘাটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিহার লাগোয়া এলাকায় কুয়াশার দাপট থাকবে। উত্তরে বিহার এবং দক্ষিণে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জেলায় ভোরে কুয়াশা থাকবে আগামী কয়েকদিন। দার্জিলিংয়ে এই মুহূর্তে রাতের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরও ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো নামতে পারে পারদ। আপাতত এই তাপমাত্রা কমার প্রবণতা বহাল থাকবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে কলকাতায় জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই।

মহিলা কামরায় পুরুষ যাত্রী জরিমানা বাবদ বিপুল অর্থ আয় রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা কামরায় পুরুষ যাত্রীদের ওঠা ঠেকাতে নজরদারিতে জোর দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় রেলের তরফে। চলতি মাসের শুরু থেকেই বড়সড় অভিযানও চালিয়েছে রেল সুরক্ষা বাহিনী।

উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে মহিলা কামরায় অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯ সালের ১৬২ ধারা অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। তথ্য বলছে, এই সময়ের মধ্যে শুধু হাওড়া শাখায় মামলা হয়েছে ১২৭টি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২৭ জনকে। জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে ৪ হাজার ৫৫০ টাকা। অন্যদিকে শিয়ালদা শাখায় মামলার সংখ্যা ১৯৪। গ্রেপ্তারির সংখ্যাও ১৯৪। জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে ২৪ হাজার ৪০০ টাকা।

রেল সূত্রে খবর, মালদা সেকশনে মহিলা কামরায় অনধিকার প্রবেশের জন্য ২৬টি মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩৩ জনকে। জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে ৮০০ টাকা। আসানসোল শাখায় মামলার সঙ্গে আবার সেঞ্চুরি পার করে ফেলেছে। মামলার সংখ্যা ১৩১। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৫৯ জনকে। জরিমানা বাবদ আদায় ২৮,৮০০ টাকা। পূর্ব রেলের পরিসংখ্যাণ বলছে, এই সময়কালে মোট মামলার সংখ্যা ৪৭৮। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫১৩ জনকে।

ফের অগ্নিকাণ্ড নিমতলা ঘাট সংলগ্ন কাঠের গোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার মধ্যরাতে আগুন লাগে নিমতলা ঘাট সংলগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে অবস্থিত একটি কাঠের গোলায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত দেড়টা নাগাদ কাঠের গোলা থেকে আগুনের ফুলকি বেরতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর গোডাউনের ভিতর থেকে রাতে বিস্ফোরণের শধ পান তারা। দ্রুত দমকলে খবর দেওয়া হয়। এরপরই ঘটনাস্থলে একে একে ২০টি ইঞ্জিন পৌঁছয়। দমকল এবং ডিএমজি কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করেন। এরপর শনিবার সকালেও চলে আগুন নেভানোর কাজ। সঙ্গে দমকল আধিকারিকেরা এও জানান, আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এদিকে বিশাল জায়গা জুড়ে থাকা কাঠের গোলার উপরে শ্রমিকরা বসবাস করেন। কাঠের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এই এলাকায় নতুন কিছু নয়। এর আগেও এই এলাকায় কাঠের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এদিনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানান, দমকল নিয়ন্ত্রণ করায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি খুব বেশি। অন্যদিকে, এদিনের ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন মন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, বিধায়ক শশী পাঁজা এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে এই বিষয়ে মিটিং করেছিলেন তিনি। সেখানে বেশ কিছু বিষয়ে পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষয়গুলি যথাযথভাবে দেখা হয়নি বলে মনে করছেন তিনি। এদিকে দমকল আধিকারিকেরা জানান, কীভাবে আগুন লেগেছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে, কাঠের গোডাউনের মধ্যেই গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে রান্না হয় বলে অভিযোগ।

জগদ্দলে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দলে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুই। শুক্রবার রাতে পুলিশ সুজল পাসোয়ান নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। থানা থেকে আদালতে আনার সময় ধৃত সুজল দাবি করেছে, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

অন্য সুজল খুন করেছে। আর নামের সঙ্গে মিল থাকায় পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করেছে। তবে ঘটনার দিন রাতেই জগদ্দলের রুস্তম গুমটি এলাকা থেকে কৌসর আলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল ৮টা ৪৫ নাগাদ জগদ্দল থানার অদূরে চায়ের দোকানে বসেছিলেন তৃণমূলের ১২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি অশোক কুমার সাউ। দুষ্কৃতীরা আচমকা ওই চায়ের দোকানে হানা দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তাঁকে খুন করে। মৃতের পরিবারের তরফে সাত জনের বিরুদ্ধে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই খুনের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'জনকে পাকড়াও করেছে। শনিবার বিকেলে জগদ্দলে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার তদন্তে আসেন সিআইডি-র এডিজি বিশাল গর্গ। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সেখানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস। ঘটনাস্থল পরিদর্শন ছাড়াও এদিন তিনি থানায় তদন্তকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকও করেন।

ইচ্ছেমতো ভাড়া চাইলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাস্তায় বাস নেই বললেই চলে। আর যেগুলো চলছে, সেগুলোতে আবার ভাড়ার ঠিক নেই। অন্তত তেমনটাই বলছেন যাত্রীরা। সরকার বলছে এক, নেওয়া হচ্ছে আর এক। যার ফলে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের। একই সমস্যা ক্যাবকে নিয়েও। আর এখানেই জনসাধারণের প্রশ্ন, বাস বা ক্যাবের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই কেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর একটি মামলার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় বেসরকারি বাসে ভাড়ার তালিকা হবে। সে নির্দেশ কার্যকর হওয়া তো দূর-অস্ত বরং যাত্রীদের অভিযোগ, কলকাতা ও শহরতলির কোনও বেসরকারি বাস, মিনিবাসে ভাড়ার তালিকাই নেই। কনডাক্টরদের মর্জি মাফিক ভাড়া দিতে হয়। অভিযোগ এমনও উঠছে, সরকার নয়, ভাড়া বাড়ানোর মালিক আসলে বাস মালিক কিংবা ইউনিয়নের নেতা। তেমনই তো বলছেন কন্ডাক্টর থেকে ড্রাইভাররা। লকডাউনের আগে বেসরকারি বাস, মিনিবাসে সর্বনিম্ন ভাড়া ৭ টাকা ছিল। আর লকডাউনের পর বাসে উঠলেই অন্তত ১০ টাকা ভাড়া। ৬ বছর আগে ভাড়া খাতায় কলমে বাড়ানো হলেও, নিঃশধে বেড়ে গিয়েছে বাস ভাড়া। এদিকে বাস ভাড়া নিয়ে মালিকদের সঙ্গে সরকারের একটার পর বৈঠক হয়, আর সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। জয়েন্ট কাউন্সিলর অব বাস সিন্ডিকেটের নেতা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে জানান, 'ডিজেল তো এখন ১০০ টাকা লিটার। চলবে কী করে! সরকার ভাড়া বৃদ্ধি করে দিক। সরকারের তো গাড়ি রয়েছে। সে তো ভর্তুকি দিয়ে গাড়ি চালায়। আমাদের তো তা নেই। আমরা পরিষেবা দেব, ঘর থেকে টাকা এনে গাড়ি চালাব, তা তো হতে পারে না।'

অন্যদিকে, সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসেসের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা জানান, 'একটা বাস চালাতে গিয়ে অপারেশনাল কস্ট বেড়ে যাচ্ছে দু থেকে আড়াই হাজার টাকা। এই টাকা কোথা থেকে আসবে? রাজ্য সরকার ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে উপেক্ষিত করে রেখেছে। বাসকে রাস্তায় রাখতে গিয়ে আমাদের অনুদানের সুযোগ নিতে হয়েছে। মানুষ তা মেনে নিয়েছে বলেই শেষ ২-৩ বছর ধরে রাস্তায় বাস চলছে।'

দশম বার্ষিক এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধনে শীর্ষেন্দু ও সুবোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের প্রথম বাংলা সাহিত্য উৎসব, এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবের (এবিএসইউ) দশম বার্ষিকীর উদ্বোধন হল শুক্রবার। এই সাহিত্য উৎসবের উদযাপন শুরু হল শধ ও ভাষার প্রাণবন্ত ঐক্যের মধ্যে দিয়ে। শুক্রবার কলকাতার ঐতিহ্যশালী অক্সফোর্ড বুকস্টোরে সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ সরকার এবং উৎসব পরিচালক তথা অক্সফোর্ড বুকস্টোরের সিইও স্বাগত সেনগুপ্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয় এবং যেখানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাংগুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (আইএলএসআর)- এর পরিচালক ডঃ স্বাতী গুহ, এবং অধ্যাপক অমিতাভ দাস, অনুপম রায়, প্রচেত গুপ্ত এবং কিরণ দত্ত। ধ্রুপদী বাংলা ভাষাই ছিল এই অধিবেশনের মূল বিষয় যার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। পাশাপাশি আলোচনা হয় বাংলা ভাষার ইতিহাস থেকে সমসাময়িক তাৎপর্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ধ্রুপদী বাংলা ভাষার ভূমিকা থেকে ডিজিটাল যুগে এই ভাষার প্রাসঙ্গিকতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব নিয়েও।

সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দশম এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবের আসন্ন অধিবেশনগুলিতে আলোচনা হবে নানা ধরণের আকর্ষণীয় বিষয়ে। যার মধ্যে বাংলা সাহিত্য উৎসবে নজর কাড়বে সিনেমা জগতের পথিকৃৎদের শতবার্ষিকী সম্মান। আর এই সম্মান জানানো হচ্ছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন ও তপন সিনহার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি থাকছে সাহিত্য সম্মানও। এই সম্মান জানানো হবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও থাকছে ভাষিক উদযাপন। কারণ, বাংলা ভাষা ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মনোজ্ঞ আলোচনার অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে এই ভাষার বহু বিচিত্র, বর্ণময় সম্ভারের উপস্থাপনা করা হবে এবারের এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবে। এছাড়াও থাকছে বিষয়-ভিত্তিক অধিবেশন। যেখানে আলোচনা হবে শিশু সাহিত্য থেকে রাজনীতির জটিলতা, সিনেমা, কবিতা ও গান, খেলা এবং বাংলার সুখাদ্যের বিচিত্র স্বাদের জগতের মতো একাধিক বিষয়ে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছিল বহুবিধ বিষয়ে অধিবেশন। যার মধ্যে ছিল বাঙালির মিষ্টি ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত আলোচনা, রাজনীতি এবং শিশুসাহিত্য। এছাড়াও এই দ্বিতীয় দিনে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্মান জানানো হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা তপন সিনহাকে। একইসঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর ঐতিহ্য এবং অবদান নিয়েও আলোচনা হয়।

নামেই গণইস্তফা, পরিস্থিতি বদলালে চিত্রপট বদলাবে, হুঁশিয়ারি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে অনশন শুরু করেছিলেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে শ'পাঁচেক ফ্যাকাল্টি গণইস্তফা দিয়েছিলেন। এরপর ৮ থেকে ১৪ অক্টোবর একে একে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক-চিকিৎসকরা সম্মিলিতভাবে পদত্যাগ করেছিলেন আন্দোলনকে সংহতি জানাতে। কিন্তু ওই পর্যন্তই! সরকারের বিরুদ্ধে যতই ক্ষোভ থাকুক না কেন, তাঁদের কেউ পরে আর নিয়ম মেনে ব্যক্তিগত ইস্তফার রাস্তায় হাঁটেননি।

আদতে যা দেখা যাচ্ছে গত এক মাসে একটিও ব্যক্তিগত পদত্যাগপত্র জমা পড়েনি স্বাস্থ্যভবনে। আর এই কারণেই স্বাস্থ্যকর্তারা মনে করছেন, আন্দোলনে নিছক ইন্ধন জোগাতেই গণ ইস্তফার পথে হেঁটেছিলেন অধিকাংশ চিকিৎসক। যা স্বাভাবিক ভাবেই তীব্রতর করেছিল গণ, আন্দোলনকে। মোট ১১২ জন শিক্ষক, চিকিৎসক গত ৮ অক্টোবর হঠাৎ করেই গণইস্তফা দিয়ে দেন সরকারকে চাপে রাখতে। স্বাস্থ্যভবনের কর্তারা জানাচ্ছেন, সেই পর্বের পর বৃহস্পতিবার ১৪ নভেম্বর, একমাস সময় পেরিয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, যে ভাবে সাদা কাগজে গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে ইস্তফা দিয়েছিলেন ওই চিকিৎসকরা, যা সরকারি নিয়ম বহির্ভূত। এভাবে সকলে মিলে একসঙ্গে পদত্যাগ করা যায় না। নিয়মানুসারে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিতে গেলেন নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট পূরণ করে, জয়েনিংয়ের বিভিন্ন বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সরাসরি স্বাস্থ্য অধিকর্তা কিংবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা অধিকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপার এবং মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হয়। এই পদত্যাগপত্র মেমো নম্বর-সহ নির্দিষ্ট ফাইল হিসেবে ঊর্ধ্বতনের টেবিলে পৌঁছয়। সরকার যদি তা গ্রহণ করে, তা হলে এ নিয়ে সরকারি আদেশনামাও জারি হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, 'সে সময়ে ৭২ জন ফ্যাকাল্টি গণইস্তফা দিয়েছিলেন। পরে যদিও আর কেউ ব্যক্তিগত ভাবে পদত্যাগ করেননি।' একইসুরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা জানান, সে সময়ে ৩৭ জন শিক্ষক, চিকিৎসক গণইস্তফা দিলেও পরে আর কেউ ব্যক্তিগত ভাবে পদত্যাগ করেননি।'

যদিও আন্দোলনকারী সিনিয়র ডাক্তারদের তরফে চিকিৎসক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের সাধারণ সম্পাদক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তখন বিভিন্ন দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা অনশন করছেন। অথচ সরকার কোনও ভাবেই সাড়া দিচ্ছিল না। সরকারের সেই অনড় মনোভাবের প্রতিবাদে আমরা প্রায় ৫০০ সিনিয়র ডাক্তার সে সময়ে গণইস্তফা দিয়েছিলেম। সেই পদত্যাগ ছিল প্রতীকী। তাই ব্যক্তিগত ভাবে কেউ ইস্তফা দেননি। তবে পরিস্থিতি যদি সে রকম হয়, ভাবতে বাধ্য হব আমরাও।'

সম্পাদকীয়

গিগ শ্রমিকদের নিয়ে সহানুভূতি সহকারে ভাববার সময় এসেছে

গিগ ওয়ার্কার — এই ভোটব্যাঙ্কটি নেহাত ফেলনা নয়; এবং, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এঁদের জন্য বিমা ও পেনশনের সুরক্ষার তহবিল গঠন করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হয়েছে; সরকারি সূত্রের খবর যে, অনলাইন বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও হচ্ছে। উদ্যোগটিকে স্বাগত জানানো বিধেয়। গিগ শ্রমিকরা এমন বাজারে কাজ করেন, যেখানে চাকরির কোনও সুরক্ষা নেই; তাতে আপত্তি করারও প্রয়োজন নেই, কারণ এমন শ্রমের বাজারই দ্রুততম আর্থিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল। কিন্তু, এই শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কাজ হারালেই যাতে কাউকে পথে না বসতে হয়, পরের কাজটি খুঁজে নেওয়ার মতো রসদ যেন থাকে, তা নিশ্চিত করা কাজের বাজারের নমনীয়তার স্বার্থেই জরুরি। ভাবনায় শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। কিছু ই-বাণিজ্য সংস্থা নাকি বলেছে যে, কোনও শ্রমিকের জন্য এ ধরনের তহবিলে টাকা তখনই দেওয়া যাবে, যখন সেই শ্রমিক আগের বছরে অন্তত ৯০ দিন সেই সংস্থার হয়ে কাজ করেছেন। শ্রমিক সংগঠন আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে, এক জন গিগ শ্রমিক একাধিক সংস্থায় কাজ করেন, অনেক ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ফলে, তাঁদের উপরে ন্যূনতম নিরবচ্ছিন্ন তিন মাসের কাজের শর্ত আরোপ করা চলবে না। এই যুক্তি স্বীকার না-করে উপায় নেই। শ্রমের বাজারের নমনীয়তা একপাক্ষিক নয়; সংস্থার যেমন অধিকার আছে প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের, অথবা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করার, ঠিক তেমনই শ্রমিকেরও অধিকার রয়েছে যে-কোনও সংস্থায় যে-কোনও ভাবে কাজ করার। তাঁদের কোনও একটি সংস্থার সঙ্গে অন্তত তিন মাস যুক্ত থাকতেই হবে, সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাকে এমন শর্তাধীন করা খোলা বাজারের নিয়মের পরিপন্থী। অপ্রয়োজনীয়ও বটে। এই ডিজিটাল যুগে কোনও শ্রমিককে চিহ্নিত করতে তাঁর নিয়োগকর্তা সংস্থার প্রয়োজন পড়ে না, একটি পরিচয়জ্ঞাপক নম্বরই যথেষ্ট। বস্তুত, সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইউএএন আছে; কোনও কর্মী এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে গেলেও এই নম্বরটি অব্যাহত থাকে, তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডও। গিগ শ্রমিকদের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা না-করতে পারার কোনও কারণ নেই। তার জন্য শুধু সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১০৪

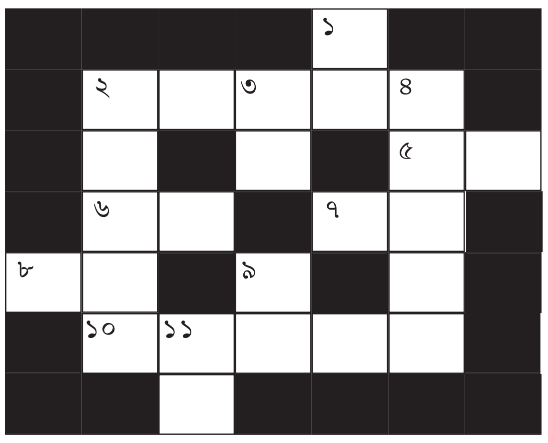

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. উত্তরীয় ৫. গর্ত, খানা ৬. পাঁচ ৭. লাভ, উপকার ৮. ব্যাধি ১০. শহরের প্রধান প্রবেশপথ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পরিষ্কার ২. সৃষ্টি, নির্মাণ ৩. তত্ত্বাবধান ৪. দখল করে আছে এমন, অধিকারী ৯. গৃহ বা বাড়ি ১১. এতে গোরু গাছে ওঠে!

সমাধান: শব্দবাণ-১০৩

পাশাপাশি: ১. আকাল ৩. মদন ৫. কারণ ৬. পলাশ ৭. অবৈধ ৯. দুর্ভাগা ১১. সফল ১২. শাসন।

উপর-নীচ: ১. আকিকা ২. লক্ষণ ৩. মণ্ডপ ৪. নরেশ ৭. অভ্যাস ৮. ধকল ৯. দুরাশা ১০. গাজন।

জন্মদিন

আজকের দিন

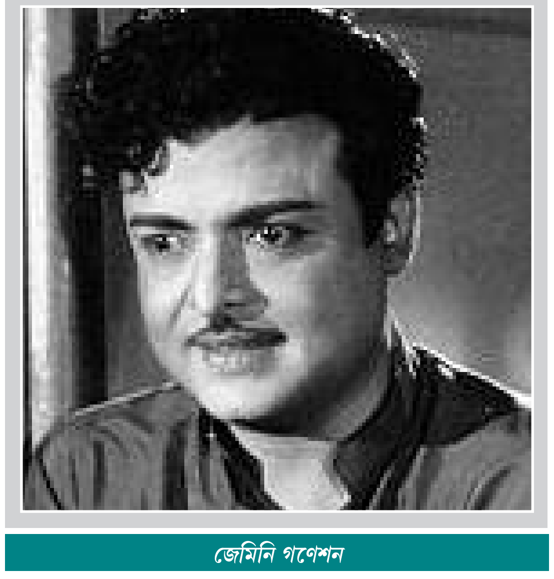

জেমিনি গণেশন

১৯২০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জেমিনি গণেশনের জন্মদিন।
১৯৭৩ বিশিষ্ট ফুটবলার দুলাল বিশ্বাসের জন্মদিন।
১৯৮২ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইউসুফ পাঠানের জন্মদিন।

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

শান্তনু রায়

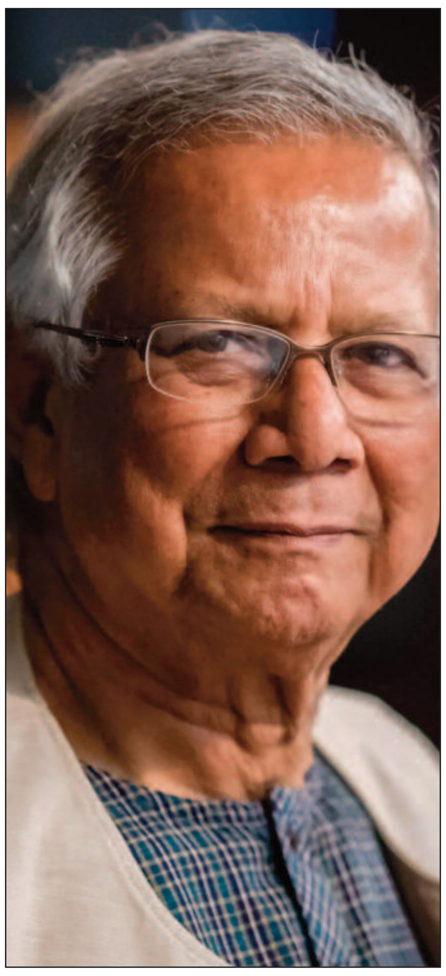

নিবন্ধের শিরোনামটি দেখে অনেকের হয়ত অতীত নস্ট্যালজিয়ায় স্মরণে আসতেই পারে অর্ধ শতকেরও আগের এ বঙ্গের সেদিনগুলির কথা-একাত্তরএ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে সঞ্জাত এপারের আবেগ সেক্ষণে রূপ পেয়েছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের অসামান্য এক সৃজনে অংশুমান রায়ের অনবদ্য কণ্ঠদানে সৃষ্ট অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত গানটির পংক্তি বিশেষ, যার আরম্ভটি ছিলো— শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে ওঠে রণি। কেন জানি না সেসময়ে উন্মাদনা জাগানো ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠা এ গানটি ইদানীং বারবার মনে দোলা দেয় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে। আরও অনেকের মতো সে সময় এই নিবন্ধকারও একাদশ শ্রেণী অতিক্রম করে স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরোনোর লক্ষ্যে জীবনের আসন্ন প্রথম পরীক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন। এরই মাঝে শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠে ধ্বণিত স্বাধীনতার ডাক প্রতিধ্বণিত হয়েছিল এভুমেও-ওদিকে শুরু হলো পূর্ব বাংলার মুক্তি যুদ্ধ।ন'মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এলো বহু ঈপ্সিত সফলতা ডিসেম্বরের বিকেলে। বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভাব হলো স্বাধীন বাংলাদেশের। এই দীর্ঘ ন'মাস কাল উত্তেজনা আবেগে আলোড়িত হয়েছে এপারও— সাময়িক ভাবে হলেও ঘুচে গিয়েছিল কাঁটা তারের বেড়া-দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নিতে হাসিমুখে সচেষ্ট হয়েছিল এপার বাংলাও। সেই বাংলাদেশের আজকের পরিণতি পাকিস্তানি আমলকেও হার মানায়।

প্রসঙ্গত একই নামে ২০১৫এ প্রকাশিত এক গ্রন্থে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও লেখক আহমদ মুজতাহিদ লিখেছিলেন— জিন্নাহ খেলেছেন মুসলমান কার্ড— কংগ্রেসকে একহাত নেবার জন্য— মিসেস খালেদা জিয়া খেলছেন মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী কার্ড আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করতে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপাতত প্রাণরক্ষায় দেশছাড়া আর তার পর পরই বেগম জিয়া গৃহবন্দী থেকে মুক্ত হলেন — তাঁর দল বি এন পি এখন তৎপর কত তাড়াতড়ি দেশের ক্ষমতা দখল করা যায়; মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়ে একবার দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থাটা করিয়ে ফেলতে পারলেই হলো!

কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্রদের দাবি দেশের সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মান্যতা লাভের পরও আগস্টের গোড়ায় ছাত্র আন্দোলন থেকে যখন নতুন দাবি উঠল শেখ হাসিনার পদত্যাগ তখন লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মতো এদেশের অনেকে, হয়তো ওদেশের একাংশও অনুমান করেছিলেন এ যাত্রা সামলাতে না পারলে হাসিনার পতন আসন্ন এবং তিনি পদত্যাগ করলে দেশে নতুন করে নির্বাচন হবে — বহুদলীয় গণতন্ত্র মান্যতা পাবে। কিন্তু ৫ই আগস্টে ঘটনা আকস্মিকভাবে অন্যদিকে মোড় নেওয়ায় অনেক আশঙ্কাকে সত্যি করে হাসিনা পদত্যাগ করে প্রাণরক্ষায় এদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তবে তখনও ভাবা যায়নি যে হাসিনা প্রস্থান পরবর্তী অধ্যায়ে এই বাংলাদেশকে দেখতে হবে। নৈরাজ্য ও দিকে দিকে নৃশংস হনন গণভবনে ঢুকে লুটতরাজ-বিকৃত রুচির উল্লাস, ৩২ধানমণ্ডির শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সহ এতদিনে গড়ে ওঠা সব সম্পদের নির্বিচার ধ্বংসের উন্মত্ত আচরণে শিহরিত হতে হয়েছিল দুই বাংলার মানুষকেই এই ভেবে-কোন নয়া তালিবানি শাসনের সূচনা এই আত্মঘাতী কৃতঘ্নতায়। সবচেয়ে দুঃখের ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশবাসীর লজ্জা ও বাকি বিশ্ব বিমূঢ় যে,যাঁর জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরবময় আত্মপ্রকাশ দেশের স্থপতি সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মূর্তিতে হাজারো লোকের উপস্থিতিতে সোৎসাহে হাতুড়ির ঘা দিয়ে সন্তুষ্ট নয় এক প্রবল আক্রোশে জেসিবি মেশিন এনে মূর্তির মস্তক বিচ্ছিন্ন করে উন্মত্ত জনতার উৎকট উল্লাসও প্রত্যক্ষ করতে হলো। শুধু এই নয় এই নরাধমদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছিল যে এমনকি জাতির পিতার মূর্তির মাথায় উঠে মূত্র ত্যাগের মতো দুষ্কর্মও অবলীলায় এরা করতে পারে।আরও আশ্চর্যের যে, দেশের সব বিরোধী দল রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এমনই অন্ধ ও ক্ষমতা দখলে উদগ্রীব যে এই চরম অপকর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি যা সত্যিই বিমূঢ় করেছিল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন আবিশ্বের তাবৎ মানুষকে। অচিরেই অনুভব করা গেল কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দিয়ে যে অস্থিরতার সূচনা তার পেছনে ছিল ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিণত মস্তিষ্কের এক গভীর ষড়যন্ত্র। কিছু বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতা ও মন্ত্রনায় পরিকল্পনামাফিকই একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়েছে মিথ্যাচার আর ধারাবাহিক ভারতবিরোধী আবহে। অনেকের হয়তো স্মরণে আছে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু কাল আগে থেকেই সেদেশে ভারতীয় পণ্য বয়কটের কর্মসূচি চলছিল একটি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয়তায়।

যাহোক হাসিনা পরবর্তীতে সেদেশের ভারত-বিরুদ্ধ সব দলের মদতে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে আপাত অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর একদিকে অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যাচারকে আশ্রয় করে ভারত-বিরুদ্ধতা তীব্রতর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে এখনও চলছে এত রক্তে রঞ্জিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক ও কৌশলী অপপ্রয়াস — দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে নেমে এসেছে নতুন করে অনিশ্চয়তা। 'জলেরগান' এর স্রষ্টা সে দেশের জনপ্রিয় শিল্পী রাহুল আনন্দ এর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে তাঁর কতো কতো বাদ্যযন্ত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যু দিন জাতীয় দিবস পালন বাতিল করেছে। এমনকি হাসিনা বিদায়ের পর এবছর শেখ মুজিবের মৃত্যু দিনও পালিত তো হয়নি সরকারি ভাবে, বরং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচীর মতো যে বিশিষ্টরা ঐদিন মোমবাতি প্রজ্বলন ও নীরবতা পালনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়েছিলেন অনুষ্ঠান শেষের দিকে লাঠিসোটা নিয়ে একদল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের উপর — রোকেয়া প্রাচীকেও নির্মমভাবে মারধোর করা হয় অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম সমন্বয়ক ডঃআসিফ নজরুল তাঁর প্রাক্তন স্বামী হওয়া সত্ত্বেও। এমনকী ইদানীং দেশের মৌলবাদী মহল থেকে দাবি উঠেছে দেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের।

ইতিমধ্যে অনেক আওয়ামী লীগ সদস্যকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে — অনেকের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে গুরুতর ধারায় মামলা। হাসিনা মন্ত্রীসভার সদস্য ও বিভিন্ন পদাধিকারীদের মধ্যে যাঁরা পেরেছেন গোপনে দেশত্যাগ করেছেন — অনেকে গোপন ডেরায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাংবাদিকেরা এবং সংবাদ মাধ্যমও রেহাই পায়নি। অবশেষে বাংলাদেশের ছাত্র লীগকে নিষিদ্ধ করা হলো। সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে গত ২৩শে অক্টোবর। এর আগে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিল যে ২৪শের মধ্যে ছাত্রলীগ কে নিষিদ্ধ করতে হবে।তাদের খুশি রাখতে ইউনুস সরকার সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ এর মতো কয়েকটি স্থানে ছাত্র লীগ ঝটিকা মিছিল করে এবং 'জয় বাংলা' বলে মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে শ্লোগান দেয়। বুধবারই সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও ঐ শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে ছাত্র লীগ। তবে ছাত্রলীগ কে কার্যত সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ২০০৯এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। যদিও সেদেশের বর্তমান রাজনীতির অভিমুখ ও আবহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও প্রস্থানের পর আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের এমন পরিণতি হয়ত সময়ের অপেক্ষা ছিল। উল্লেখ্য এরপর গত বৃহস্পতিবার আবার অন্তবর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ছাত্র লীগের সদস্যরা কোন সরকারি চাকরি পাবেন না। অনেকেরই মতে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে 'গণতান্ত্রিক 'অধিকার হরণের যে অভিযোগে সোচ্চার বর্তমান ক্ষমতা সীন দলগুলো , ক্ষমতা দখলের পর তারাও সেই একই পদ্ধতি তে প্রতিহিংসায় পথের কাঁটা বিরোধী পরিসরকে স্তব্ধ করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। এও তো বাক স্বাধীনতা হরণ।

এখন পরিষ্কার, ক্ষমতা দখলের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভনিতা করে দেশের মানুষের সাথে তঞ্চকতা করা হয়েছিল— শহীদ মিনার থেকে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে জাতীয় পতাকা আন্দোলন করে মিছিলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। কোটা বিরোধী আন্দোলনের সময়ে শেখ হাসিনার করা একটি মন্তব্যের বিকৃত অর্থ করে জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়েছিল, যদিও ঘটনা হলো সরকার নিজেই কোটা সংস্কারের উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে অন্তর্বতী সরকারের কার্যকলাপ ও বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সমন্বয়কদের মন্তব্যে ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল আসল উদ্দেশ্য, ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল পাকিস্তান ও এক বৃহৎ পশ্চিমী শক্তির মদত ও পরিকল্পনায় হাসিনা হটাও কর্মসূচির কথাও। এই আখ্যানের মান্যতা পেয়েছে আমেরিকার সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাব্লিকান প্রার্থী হিসেবে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য সদ্য ক্ষমতায় ফিরে আসা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিকতম নির্বাচনী ভাষনেও। তাঁর ওই বক্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বৈকি! বস্তুত মার্কিন দেশের ঐ নির্বাচনী ফলাফল সুদূর বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বা হাসিনা-উৎখাত ষড়যন্ত্রের কর্মসূচীতে যারা একতাবদ্ধ হওয়া রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে স্বস্তিদায়ক তো নয়ই বরং কিঞ্চিৎ অশনিসঙ্কেত বহনকারি কিনা তা আগামী দিনই বলবে, বিশেষত ট্রাম্প-ইউনুস সম্পর্কের ঘোষিত 'মধুরতা' এবং অন্যদিকে সদ্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-আওয়ামি লীগ সভাপতি ও 'প্রধানমন্ত্রী' হাসিনা'র সাম্প্রতিক ফোনালাপের প্রেক্ষিতে।

প্রসঙ্গত বাইডন প্রশাসনের স্নেহধন্য মহম্মদ ইউনুস সম্প্রতি ক্লিনটন গ্লোবাল ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছেন, শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

তাঁর বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমকে ডেকে মঞ্চে তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন যে— 'এই মাহফুজ গোটা আন্দোলননের নেপথ্য মস্তিষ্ক'।

শোনা যায় এই মাহফুজ আলম আসলে অনেক দেশেই নিষিদ্ধ ইসলামিক জঙ্গী সংগঠন হিজবুত তাহেরির নেতা। আরও উল্লেখ্য ইউনুস সেখানে তাঁর সফরসঙ্গী দু'জন সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি ও নাইম আলিকেও পরিচয় করিয়ে দেন, যারা ঢাকার দু'টি সংবাদ পত্রের সাংবাদিক ছিলেন। অভিযোগ এরা দু'জনেই পরিকল্পনা মাফিক অসত্য সংবাদ ও গুজব ছড়িয়ে ছিলেন হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হলো সেদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আংশিক ভাবে হলেও দায়ী। তাঁর আমলে বাংলাদেশের প্রভুত আর্থিক উন্নতি হয়েছে একথা সত্য। তবে এতদসত্ত্বেও সেদেশে প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। সরকারও সাধারণ ভাবে এক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ পরিসর বিনির্মাণের লক্ষ্যে দুষ্ট অপশক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে যথেষ্ট তৎপর হতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যের শাহবাগ আন্দোলন আশা জাগিয়ে শুরু হয়েও দানা বাঁধেনি। সেখানে সে অর্থে গড়ে ওঠেনি সংহত শিক্ষিত যুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা সুশীল সমাজ যারা হয়তো বোঝাতে পারতেন যে ধর্ম আজ একান্তই ব্যক্তিগত, জীবন ধারণের একমাত্র নির্ণায়ক নয়। অন্যদিকে শেখ হাসিনা হয়ত পলাতক মুজিব হত্যাকারীদের এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার বাহিনীর কুখ্যাত নেতাদের ধরপাকড় করে আইনের বিচারে সোপর্দ করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন সাহস ভরে ,যার জন্য বিরাগভাজনও হয়েছেন কোন কোন শক্তির। কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনিই আবার মৌলবাদী শক্তির (হেফাজত ইসলাম) সঙ্গে আপোষ করেছেন। যেমন মেনে নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে জাস্টিসিয়া মূর্তির (অন্যত্র ভাস্কর্যও) অপসারণের মৌলবাদীদের দাবিও। বিভাজনের এক চোরা স্রোত বিদ্যমান ছিল সমাজজীবনে যার নিদর্শন স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস থেকে অমুসলিম লেখকদের রচনা বাদ দিয়ে মুসলিম লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশে প্রচুর মসজিদ মাদ্রাসা শেখ হাসিনা গড়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমতুল্য করে দিয়েছেন। কিন্তু এতে কার লাভ হলো? এতে তো মৌলবাদী শক্তির হাতই শক্ত হয়েছে — তারা গোপনে সংগঠন মজবুত ও প্রসার করার সুযোগ পেয়েছে। অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসার পর সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করলেন কিন্তু সময়ে কঠিন পদক্ষেপ নিলে দেশে এই অপশক্তির এমন বাড়বাড়ন্ত হতো না। তবে ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের সমন্বয়কদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। মতভেদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মহম্মদ ইউনুস ও বিএনপি'র মধ্যেও — বিশেষত বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ ও আশু নির্বাচনের প্রশ্নে। বি এন পি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে, দল উদগ্রীব সরাসরি ক্ষমতায় আসতে। কিন্তু ডঃ ইউনুস, যাঁকে আহমদ মুজতাহিদ তাঁর ঐ 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' গ্রন্থে এক আত্মমগ্ন নার্সিসাস বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি বোধকরি এত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা ছাড়তে ইচ্ছুক নন। রাজনীতির লোক না হওয়ায় সাধারণ ভাবে তাঁর নাম দেশের শীর্ষ ক্ষমতার পদের জন্য বিবেচনার বৃত্তে থাকার কথা না হলেও পরিস্থিতির দাবি এবং অবশ্যই বৃহৎ এক পশ্চিমী শক্তির (পড়ুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সৌজন্যে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন এ নিছক অনুমান নয় ক্রমশ প্রকাশ্য এক সত্য। কিন্তু তাঁর গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাও অস্বাভাবিক নয়— হয়ত ছিলেন তিনি সুযোগের অপেক্ষায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুষ্টতাজনিত এক বৃহৎ ষড়যন্ত্রের লেশ অনুধাবনে অপারগ শেখ হাসিনার অবিমৃশ্যকারী মনোভাব ও পদক্ষেপ হয়ত সে সুযোগ আসতে সহায়তা করেছে। ইউনুসের আগে থেকেই রাগ ছিল হাসিনার উপর — হয়ত তার কিছু কারণও ছিল। আমেরিকার বাগ না মানা হাসিনাকে সরিয়ে বেগম জিয়া বা বি এন পি ক্ষমতায় আসুক বাইডেন প্রশাসন এ পরিকল্পনা রূপায়নে মদত দিলেও মহম্মদ ইউনুস নিজে ঠিক সেরকমই ভাবেন কিনা কিংবা অন্য কোন পরিকল্পনায় এগোতে চাইছেন কিনা সে উত্তর আগামীর গর্ভে। মার্কিন দেশে পট পরিবর্তনের পরও ক্রীড়নক হিসেবে তাঁর ভুমিকার গুরুত্ব কেমন বজায় থাকে তা যেমন এক কৌতুহলের বিষয় তেমনই হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির কেমন প্রভাব পড়ে সেদেশের ভূ-রাজনীতিতে সে বিষয়টিও। তবে ইউনুস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের ভুমিকা পালনেই সন্তুষ্ট থাকবেন না একবার ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ায় অন্য ভুমিকা পালনের তাঁর মনোবাসনাও পুরণে অগ্রসর হন তার উপরই নির্ভরশীল ইউনুস ও বি এন পি র আগামী সম্পর্কের সমীকরণ।

তবে যাইহোক না কেন বাংলাদেশ আবার এক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের করাল গ্রাসে। সত্যই সেদেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আজ যন্ত্রণা ও বিষন্নতায় আক্ষেপ হয়- এই বুঝি ভবিতব্য ছিল! স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫৩ বছরের পরও দেশটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আবার পশ্চাতমুখী, এক ধর্মান্ধ আগ্রাসী অপশক্তির দাপটে যারা আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে দেশবাসীর একাত্তরের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিতে — ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরাতে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেক মানুষের ক্ষোভ ছিল যা কাজে লাগিয়েছে ক্ষমতা লোলুপ গোষ্ঠী ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা। অনেক কলেজ ছাত্রী ও মহিলারাও নেমেছিলেন প্রথমে কোটা বিরোধী, পরে হাসিনা হঠাও দাবিতে আন্দোলনে যা এক সময় সহিংসতা অবলম্বনেও পিছপা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের অনেকে হয়ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে তারা ভুল করে উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন।

আনন্দকথা

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন -মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে।

(ব্রাহ্মসমাজ, বক্তৃতা ও সমাজসংস্কার (Social Reforms)
— আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান)

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ডুব দিলে কুমির ধরতে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমির ছোঁয় না। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমির আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমাকে ছোঁবে না। "পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আইসিডিএস সেন্টারের শৌচাগার দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ

সোমনাথ মুখার্জি ● অন্ডাল

আইসিডিএস সেন্টারের রান্নাঘর রূপ নিয়েছে শৌচাগারের, অন্যদিকে শৌচাগার দখল করে হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ। বিষয়টি জেনেও কেন চুপ থেকে সব বিষয় চেপে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন না সেন্টারের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা? সব কথা জেনে নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ উপপ্রধানের। কয়েক মাস আগেই সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমি দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন সর্বস্তরের প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। কিন্তু কিছুদিন যেতেই এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রশাসনের মধ্যে। আইসিডিএস সেন্টারের জমি দখল করে হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উখড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন খালাসি পাড়ার ১৬৭ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে। শনিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় আইসিডিএস সেন্টারের পাশে সরকারি জমির উপর ঢালাইয়ের কাজ চলছে একটি অবৈধ ঘর নির্মাণের। এই কাজ করছেন বিকাশ তিওয়ারি নামে এক বাসিন্দা। একদিকে আইসিডিএস সেন্টারের শৌচাগার হচ্ছে জবর দখল। পাশাপাশি অন্যদিকে দেখা গেল সেন্টারের খুদে পড়ুয়াদের জন্য রান্নার জায়গা বর্তমানে রূপ নিয়েছে শৌচাগারের। নোংরা আবর্জনায় ভর্তি, তাই খুদে পড়ুয়াদের জন্য রান্নাবান্না হচ্ছে এই ক্লাসের মধ্যেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়াশোনা করতে বাধ্য খুদে পড়ুয়ারা।

অভিযোগ সরকারি জায়গার পাশাপাশি অভিযুক্ত বিকাশ তিওয়ারি দখল করে নিয়েছেন আইসিডিএস সেন্টারের বাথরুম ও শৌচাগারও। ফলে সেন্টারের খুদে পড়ুয়ারা থেকে সেন্টারের দিদিমণি, সহায়িকারা পড়েছেন সমস্যাতে। প্রয়োজনে সেন্টারের খোলা জায়গাতেই শৌচকাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। বিষয়টি নিয়ে সেন্টারের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা স্বরূপা বক্সিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। কখনো বলেন বিষয়টি জানতেন না, আবার কখনো বলেন স্থানীয়দের তিনি অবৈধ নির্মাণের জন্য মৌখিক অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তিনি বিষয়টি জানাননি বলে স্বীকার করেন। এখানে প্রশ্ন উঠছে সেন্টারের বাথরুম শৌচাগার দখল হয়ে যেতে দেখেও তিনি কেন বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালেন না? দখলদার বিকাশ তিওয়ারি বলেন, শিক্ষিকার অনুমতি নিয়েই তিনি নির্মাণ কাজ করছেন। এখানেই উঠছে প্রশ্ন, সেন্টারের শিক্ষিকা কিভাবে সরকারি জায়গা দখল করার অনুমতি দেন? বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিও স্বর্ণপ্রিয়া নাগ বলেন, এরকম হওয়ার কথা নয়। ওই শিক্ষিকা কেন অভিযোগ জানায়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। আইসিডিএস সেন্টারের জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের খবর পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থলে আসেন খান্দরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিস ভট্টাচার্য। তিনি উখড়া ফাঁড়ির পুলিশকে বিষয়টি জানালে পুলিশও এসে উপস্থিত হয় সেন্টারে। জবর দখলকারিকে আপাতত কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান আশিস বাবু।

পিচের রাস্তার বেহাল দশা, চলছে ভারী যানবাহন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের মানুষদের দান করা জমিতে তৈরি হয়েছিল পিচ রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রায়নার বাঁধগাছা থেকে জামালপুরের ফতেপুর পর্যন্ত প্রায় ৩কিলোমিটার রাস্তা। তার মধ্যে জামালপুর থানার শম্ভুপুর গ্রাম থেকে কাড়ালাঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়েছিল পিচের। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই সেই রাস্তায় পিচের চিহ্নমাত্র নেই। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে শয়ে শয়ে চলা ওভারলোড বালি বোঝাই ডাম্পারের দাপটে রাস্তার পিচ কার্যত উধাও। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা এখন কার্যত গর্ত আর খানাখন্দে ভরেছে। ৩০ থেকে ৩৫টি গ্রাম রয়েছে এই রাস্তা লাগোয়া এলাকায়। গ্রামের কৃষকদেরই জমি ছিল এলাকায়। গ্রামের মানুষ যাতে সুস্থভাবে, ভালোভাবে যাতায়াত করতে পারেন সেই আশায় গ্রামের বহু মানুষ জমি দান করেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে, এলাকার পড়ুয়ারা নিশ্চিন্তে স্কুলে যেতে পারবে, এই আশায় নিঃশর্তে গ্রামের কৃষকরা জমি দিয়েছিলেন সরকারকে। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যেই ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। প্রথমে যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই রাস্তা আরো চাওড়া হয়। আর চাওড়া হতেই শুরু হল বিপত্তি।

এই রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল ওভারলোডিং করা বালি আর পাথরের ট্রাক, ডাম্পার। ফলে রাস্তা ভাঙতে শুরু করে। রাস্তা তৈরির সময় ফলক লাগানো হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল দশ টনের বেশি ভারী যান চলাচল করতে পারবে না এই রাস্তায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ৬০ থেকে ৭০ টন মাল বহনকারী কয়েকশো বালির ডাম্পার এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করে। ফলে রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়, চারিদিকে গর্ত। স্কুল পড়ুয়ারা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে। জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন সাধারণ মানুষও। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বালির ঘাট খুললেই ৩০০ থেকে ৪০০ ট্রাক প্রতিদিন যাতায়াত করে এই রাস্তায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, গ্রামীণ এলাকা দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। কিন্তু সেই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে অবাধেই চলে ওভারলোডিং গাড়ি। এলাকাবাসীরা প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় আবেদন করেও কোনও ফল পাননি বলেই অভিযোগ। ফলে বন্ধ হয়নি বালি আর পাথর বোঝাই ডাম্পার ও ট্রাক চলাচল। কয়েকদিনের মধ্যেই আবারো চালু হবে দামোদর নদের বৈধ, অবৈধ বালি খাদান। পাশাপশি রাস্তা স্তার ধারে থাকা সমস্ত দোকান সন্ধ্যা হলেই বন্ধ করে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, যে ভাবে ভারী যানবাহন চলাচল করে তাতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তাই সন্ধ্যা হলেই তারা দোকান পাট সব বন্ধ করে চলে যান। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতি মিঠু মাঝি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তিনি খবর পেয়েছেন, রাস্তাটি যাতে জেলা পরিষদের অধীনে মেরামতের ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। তবে আপাতত গর্তগুলো বোজানোর ব্যবস্থা করবেন তিনি।

বিয়ের নিমন্ত্রণ করে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভাগ্নির বিয়ের নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মামা সহ ৩ জনের। মোটরবাইকে বসে থাকা চালক-সহ ৩ জন ট্রাক্টরের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। আর তাতেই এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় হবু পাত্রীর মামা সহ তিন জনের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার নাককাটি ব্রিজ এলাকার রাজ্য সড়কে। পথ দুর্ঘটনার পর দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে মোটরবাইকটি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসাকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিশ্বজিৎ কর্মকার (২৫), ভোলা কর্মকার (২৩) এবং এনাফুল রহমান (১৮)। এদের মধ্যে বিশ্বজিৎ ও ভোলা সম্পর্কে শ্যালক-জামাইবাবু। এবং এনাফুল ভোলার বন্ধু। বিশ্বজিতের বাড়ি রতুয়া থানার বিলাইমারি অঞ্চলের রামায়ণপুর গ্রামে। ভোলার বাড়ি হরিশচন্দ্রপুরের দৌলতপুরে এবং এনাফুল উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা। তিনি হরিশচন্দ্রপুরের এক পাউরুটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, এদিন তারা তিনজনে মিলে বিশ্বজিতের ভাগ্নির বিয়ের কার্ড দিয়ে বাইকে চেপে ভালুকা থেকে ফিরছিলেন। ফেরার সময় রতুয়ার নাককাটি ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক্টরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। যার জেরে বাইকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পরে রতুয়া থানার পুলিশ গিয়ে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত বিশ্বজিৎ কর্মকারের বাবা সুভাষ কর্মকার বলেন, আমার নাতনির বিয়ের কার্ড দিতে বেরিয়েছিল ছেলে ও জামাই। তাদের এক বন্ধু ছিল মোটরবাইকে। ওরা হরিশচন্দ্রপুরের ভালুকা থেকে আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ফিরছিল। এরপর এই পথ দুর্ঘটনার খবরটি জানতে পারি। রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মোটরবাইক চালক ও আরোহীদের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে অনেক জোরে চলছিল মোটরবাইকটি। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক্টরের ধাক্কা লাগে এরপরই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মিড-ডে মিল বন্ধ, প্রধান শিক্ষককের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার করিয়াড়া যাদব চন্দ্র হাইস্কুলে বন্ধ মিড-ডে মিল সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ সহকারী প্রধান শিক্ষকের। অভিযোগ অস্বীকার প্রধান শিক্ষকের। ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিডিওর। উত্তর ২৪ পরগনা কনিয়াড়া যাদবচন্দ্র হাইস্কুলে বন্ধ মিড ডে মিল সমস্যায় ছাত্র ছাত্রীরা। শেষ ৪ দিন মিড- ডে -মিল বন্ধ থাকায় দুপুরের খবর পাচ্ছে না ছাত্র ছাত্রীরা। ১৫০ ছাত্র ছাত্রী মিড-ডে মিল থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত থাকছে। মিড-ডে মিল বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘ দিন স্কুলে আসে না। মিড-ডে মিলের টাকা প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্টে আসে তিনি সঠিক সময়ে টাকা না দেওয়ার কারণে মুদি দোকান সবজির দোকান ও জ্বালানির টাকা বাকি থাকার কারণে মিড- ডে মিল বন্ধ হয়েছে। এই বিষয়ে বিডিও ও অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে লিখিতভাবে জানান হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা মিড- ডে মিলের খাবার থেকে বঞ্চিত থাকছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন কনিয়াড়া যাদব চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদার। উনি জানিয়েছেন সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মিড -ডে মিলের টাকা আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিয়েছি। অক্টোবর মাসে স্কুল ছুটি ছিল। অভিযোগটা পুরোপুরি মিথ্যা। এই বিষয়ে বাগদার বিডিও প্রসূন প্রামানিক জানিয়েছেন, বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। স্কুলের ডিআইকে এই বিষয়ে জানিয়েছে এসআই। বৈঠক করে এই বিষয়ে সমাধান হবে। মিড ডে মিল সরকারি প্রকল্প এটা এরকমভাবে বন্ধ থাকতে পারে না। আমরা বিষয়টা দেখছি।

জমি থেকে যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ধানের জমি থেকে ক্ষতবিক্ষত এক যুবতীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা পাঞ্জিপাড়ার বনবাড়ি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ওই যুবতীর নাম পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, বিহার সীমান্তে একটি ধানখেত থেকে এক যুবতীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুরুলিয়াতেও একাধিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ট্যাবের টাকা উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এবার পুরুলিয়াতেও একাধিক স্কুলে সরকারের তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাবের টাকা গায়েব। টাকা গিয়ে ঢুকল ভিন জেলার অ্যাকাউন্টে। পুরুলিয়া জেলার একাধিক স্কুলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে,পাড়া ব্লকের আনাড়া গার্লস হাইস্কুল, রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামা বিজলী প্রভা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ আরো বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অ্যাকাউন্ট বদল করে ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। চেলিয়ামা বিপি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ২জন ও দ্বাদশ শ্রেণির ৪জন ছাত্রের ট্যাবের টাকা ভিন জেলার অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে জানতে পেরেই ওই অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করে সাইবার থানা রঘুনাথপুর থানার পুলিশকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.-07/KGP/2024-25 of 05th S.FC Memo No.:-295/1 (12)/ KGP, Date:- 14-11-2024.by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT.**
Date & time of publication of **e-NIT 15/11/2024 AT 10:00 A.M.**
Last date of submission of bid (on-line) **21/11/2024 UP TO 05:00 P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp:// wb-tenders.gov.in** orNotice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	ড. শ্রীনিবাস চৌধুরী	০০১৪৯৫৩	২৮৫৬	৫২৯৫০০১-৫২৯৬৭৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৬ নভেম্বর, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৪.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স কন্টিনেন্টাল কনসর্টিয়াম কেমিক্যাল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা) রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের নিকট, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০০২৬ এবং **ইউনিট ঠিকানা** - ৭এ, সাধু তারা চরণ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, **(২) শ্রী অরূপ কুমার দাস (অংশীদার/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের নিকট, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০০২৬ এবং **(৩) শ্রীমতি মঞ্জু প্রামানিক (অংশীদার)** ঠিকানা - ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের নিকট, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০০২৬ এবং **(৪) শ্রীমতি সুলেখা দাস (অংশীদার)** ঠিকানা - ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহানগর পোস্ট অফিসের নিকট, সাহানগর, কলকাতা - ৭০০০২৬ **খিদিরপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,১৭,২১,৯৬৮.৫৫ টাকা** (এক কোটি সতের লাখ একুশ হাজার নশো আটষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা **১৪.০৮.২০২৪** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখার** নিকট বকেয়া **১,১৭,২১,৯৬৮.৫৫ টাকা** (এক কোটি সতের লাখ একুশ হাজার নশো আটষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা **১৪.০৮.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন এবং জমির পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ২৬ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০১বি, কবিশেখর কালিদাস রায় রোড, পূর্বতন টালিগঞ্জ রোড হিসেবে পরিচিত, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৮, অ্যাসেসমেন্ট নং ১১০৮৮২১০১৫৬৩, থানা : টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : পুরসভার নিকাশি; পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১০১এ, টালিগঞ্জ রোড; পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১০১সি, টালিগঞ্জ রোড।

অনুগ্রহ করে অবগত হন সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশগুলি বর্তমান নোটিশ জারির পর প্রত্যাহৃত এবং বাতিল হইল।

তারিখ :১৬.১১.২০২৪/ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

NOTICE

In the Court of Ld. District Judge, Hooghly at Chinsurah
Act 39, Case No.- 08/2021

Sri Dhiman Ghosh, S/o-Sri Prodyut Kumar Ghosh, Residing at - Vill & P.O.- Patna, P.S.- Polba, Dist - Hooghly, Pin- 712148.
.......Executor/Petitioner

-Versus-

(a) Sri Prodyut Kumar Ghosh, (b) Sri Bidyut Kumar Ghosh, (c) Sri Ranjit Kumar Ghosh, All are son of Late Panchu Gopal Ghosh **(d) Archana Ghosh**, Daughter of - Late Panchu Gopal Ghosh (a), (b), & (d) are residing at- Vill & P.O.- Patna, P.S.- Polba, Dist - Hooghly, Pin712148. (c) at present residing at - Vill & P.O.- Madral, P.S.- Kankinara, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743126**. (e) Smt. Sanika Ghosh,** Wife of - Naba Kumar Ghosh, Residing at - Vill & P.O.- Gantar, P.S.- Memari, Dist- Burdwan, Pin- 713146. **(f) Sri Tarun Kanti Ghosh,** S/o Late Madhab Ghosh, Residing at Vill & P.O. - Patna, P.S. - Polba, Dist. - Hooghly, Pin-712148. **(g) Smt. Rina Ghosh,** wife of Montu Ghosh, Vill & P.O. & P.S. - Polba, Dist. Hooghly, Pin-712 148. **(h) Smt. Rikta Ghosh,** wife of Ajit Ghosh, Vill & P.O. Gopalpur, P.S. Balagarh, Dist.-Hooghly, Pin-712 513. **(i) Smt. Nita Bera,** wife of Kartick Bera, Vill & P.O. Dubir Bheri, P.S. Polba, Dist.- Hooghly, Pin-712 305. **(j) Smt. Shipra Ghosh,** wife of Dijen Ghosh, Vill & P.O. -Akna, P.S. - Polba, Dist.-Hooghly, Pin-712 148. **(k) Smt. Mitra Ghosh,** wife of Somnath Ghosh, Vill - Taragun, P.O. & P.S. Mogra, Dist. - Hooghly, Pin-712 148. **(l) Sri Tridib Kumar Ghosh** son of Late Ajit Kumar Ghosh of Vill & P.O. - Patna, P.S. - Polba, Dist. - Hooghly, Pin - 712 148 **(m) Smt. Debasmita Ghosh,** wife of Abhijit Ghosh, Vill - Sonatikri, P.O.- Akna, P.S.- Polba, Dist. Hooghly, Pin-712148.
It has declared that the above named petitioner's aunty **Aparna Ghosh**. The petitioner filed this Act XXXIX case for granting probate in his favour in respect of the last **WILL** of **Aparna Ghosh**, Daughter of Late Panchu Gopal Ghosh, address- Vill & P.O. - Patna, P.S.- Polba, Dist - Hooghly, Pin- 712148 died on 11/01/2018.

SCHEDULE
Dist- Hooghly, P.S.- Polba, Mouza- Patna Bhairabpur, J.L. No. 99,

1	Khatian No.-	Dag No.	Area of land	Nature of Land
a.	458	2830	.38 Shatak	Shali
b.	458	2693	.33 Shatak	Shali
c.	458	2887	.23 Shatak	Shali
d.	458	2282	.16 Shatak	Shali
2	Khatian No.-	Dag No.	Area of land	Nature of Land
	R.S.-108, L.R. 596 Kri	854	.74 Shatak	Shali
3	Khatian No.-	Dag No.	Area of land	Nature of Land
	R.S.-194	1216	.09 Shatak	Viti
4	Khatian No.-	Dag No.	Area of land	Nature of Land
	R.S.-993, L.R. 596 Kri	1215	.09 Shatak	Shuna

If anybody intends to raise any objection he or she must be appear by their Advocate & file objection within 30 days from the date of publication. Otherwise their Act XXXIX case will be dispossed according to Law.

Advocate of petitioner
Arnab Mukherjee
Chinsurah Court, Hooghly

By order of Court
CHARAN SINGH
Sherestadar
District Judge, Hooghly

যূকো বৈংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি,
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (টাকা জিএসটি বহির্ভূত)	বকেয়া হইতে
১	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Ba029	ঋত্বিক পোদ্দার	১০৫৪০	৩১.০৩.২০২১
২	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Ec062	বিমলা সরফ	৫২৬০৪	৩১.০৩.২০২১
৩	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xba108	দীনেশ আগরওয়াল	২৫৭৬৮	৩১.০৩.২০২১
৪	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xba134	বিমলা দেবী বাজাজ	২৭২৭১	৩১.০৩.২০২১
৫	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xba159	মানসী চৌধুরী	২৩৯৬৯	৩১.০৩.২০২১
৬	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xda013	রমা ব্যানার্জি	২৬৯৩৪	৩১.০৩.২০২১
৭	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xfa015	উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১১৩৬৭	৩১.০৩.২০২১
৮	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xfa041	প্রবীর কুমার মিত্র	২৭০৪৪	৩১.০৩.২০২১
৯	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xda068	শ্যামলী সরকার	১৩৩০৬	৩১.০৩.২০২১
১০	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	Xfa050	রণজিৎ চ্যাটার্জি	২২৬২৮	৩১.০৩.২০২১
১১	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ba318	শ্যামল রঞ্জন গণ	২৪৪৮১	১০.০৪.২০১১
১২	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ba365	কুসুম আগরওয়াল	১১৪৬৯	০৪.০৬.২০২০
১৩	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca237	নন্দ দুলাল মতিলাল	২৫৭৯৮	০৮.০২.২০১৪
১৪	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca251	অমিত ব্যানার্জি	১৪৬৭৪	০৯.০৩.২০১৮
১৫	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca260	লক্ষ্মী বিশ্বাস	১৬৭০৫	০৮.০৫.২০২০
১৬	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca274	মুকেশ সুদ	১৪৯৫৯	০৩.১২.২০১৯
১৭	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca277	ফণীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী	২১৮৮৪	০৩.০৮.২০১৮
১৮	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ca291	অনিল কোঠারি	৩২৩২৬	২১.০৪.২০১১
১৯	হেস্টিংস (০২৭৭)	Cf248	কানওয়াল মেহরা	৯১৭৩৮	২০.০৪.২০১১
২০	হেস্টিংস (০২৭৭)	Dd223	কমলা দেবী	৭৯২৩২	২৮.১২.২০০৯
২১	হেস্টিংস (০২৭৭)	Dd224	সুষমা সেহগাল	৬৪৯০	১৯.০৮.২০২০
২২	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ga003	প্রেম লতা বর্মা	১০৩৪৬	১৯.১১.২০২০
২৩	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ha077	দীপা নায়ার	১৭২২৫	১৪.১০.২০১৮
২৪	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ha119	আব্দুল ওয়াহাব	১২৬৪৭	১৯.০৬.২০২০
২৫	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ha127	প্রীতম সিং	২৩৬৬৪	০২.০২.২০১২
২৬	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ia004	এম. বরলক্ষ্মী	২১১৮৪	১৩.০২.২০১৪
২৭	হেস্টিংস (০২৭৭)	Ia067	সাধু সিং	১৬০৬৯	১৩.০৯.২০২০
২৮	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Aa006	রঞ্জিত চৌধুরী	১৫২৩৪	০২.০৪.২০১৩
২৯	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Aa043	ডব্লু.বি. ট্রান্স. ইনফ্রাস্ট্রা. ডেভা. কর্পো. লি.	১৬০৪১	১৪.০১.২০১৭
৩০	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Aa060	বলাই চাঁদ দাস	২৪৭৫০	১৮ ০৩.২০১১
৩১	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Aa074	অরুণ কুমার সেন	১১২৯৬	৩০.০৩.২০২০
৩২	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ac037	আরতি হাজরা	৩৬৮৩৭	১৯.১১.২০১৮
৩৩	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ba071	ইরা চ্যাটার্জি	১২৩০৭	১২.০৭.২০২০
৩৪	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ba072	রবীন্দ্র নাথ চাকী	২২৩২৬	১৬.১২.২০১২
৩৫	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ca019	দীপ্তি সোম	২২৪৭৪	১৯.১১.২০১২
৩৬	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ca070	প্রাণিত বোস	১০৩৮৪	১৩.১১.২০২০
৩৭	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Da009	বিষ্ণু প্রসাদ ঘুয়ালেওয়ালা	২১০৫৯	০৪.০২.২০১৪
৩৮	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Da044	পুষ্প দত্ত	১৫২৭৬	২৩.০৫.২০২০
৩৯	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Da071	অনীশ বসু	১৮৪৯৮	২৬.০২.২০১৬
৪০	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Dc012	তপন কুমার মুখার্জি	২০৯৭৫	২০.০৫.২০২১
৪১	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ea024	করুণ কুমার প্রামাণিক	১৭২৯৮	২৩.০৩.২০১৭
৪২	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ea025	শ্যামল কুমার প্রামাণিক	৮৯৫৫	০১.০৪.২০২১
৪৩	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ea026	করুণ কুমার প্রামাণিক	১৭২৯৮	২৩.০৩.২০১৭
৪৪	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ea073	প্রিয়া ব্রত বিশ্বাস	২৪৭৫২	১০.১১.২০১০
৪৫	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ec063	শিখা ঘোষ দস্তিদার	৫৭৬২৫	১৪ ০৬.২০১১
৪৬	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Fa011	শুক্লা কুমার	৪১৬৪	২৮.০৭.২০২০
৪৭	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Fa022	সিদ্ধার্থ খান্না	২২৩২৮	১৬.০৭.২০২০
৪৮	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Fa023	ভাস্কর বোস	২৯০৩৪	২১.০৮.২০১৪
৪৯	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Fa057	শৈলেশ পান্ডে	১৭৬৮০	২১.০৪.২০১৮
৫০	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ga009	মঞ্জু দেবী আগরওয়াল	১৪৯৮০	০৩.০৭.২০১৮
৫১	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ga026	তিলক বাগচী	১৮৬৪০	০৩.০৩.২০১৮
৫২	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ga041	উৎপল চৌধুরী	২০২৮৯	০২.০৮.২০১৪
৫৩	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ga064	মানোয়ার কামাল	১২১৬৮	১৯.০৩.২০২০
৫৪	পার্ক সার্কাস (০১৭৮)	Ga082	নারায়ণ কিশোর সরকার	১৪৫৭৮	১৩.০৯.২০১৮
৫৫	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Aa099	শ্রীপতি বক্সী	১৫৯১২	০১.০১.১৯৯৯
৫৬	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ab038	রাধা সিকদার	২৯৩৮৯	১৫.১২.২০১৯
৫৭	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ab047	রাম চন্দ্র জয়সওয়াল	৩২১৭৬	২৫.০৭.২০১৭
৫৮	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ad042	বিপ্লব দত্ত বর্মণ	৪১৭৯০	১২.০৬.২০২০
৫৯	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ba010	জ্ঞান দেবী শাউ	১৫৫০৭	২৮.০৫.২০২০
৬০	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ca033	অঞ্জলি চৌধুরী	১২৭৭৬	২৫.০৭.২০২০
৬১	এস এন ব্যানার্জি (০৩২২)	Ca044	স্বপ্না দাস	৯৬২৯	১৯.০৬.২০২১

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি **২৬.১১.২০২৪** তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাখা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে **২৫.১১.২০২৪** তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৭.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **জোনাল অফিস, কলকাতা**

উত্তরপাড়ার মাখলা টিএন মুখার্জি রোডের বেহাল দশা

প্রতিবাদে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

রাস্তা মেরামতির দাবিতে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন। শনিবার বেলা দশটা থেকে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোরে টিএন মুখার্জি রোডের ধারে বিজেপি অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলনে বসে পড়ে। এদিন তারা ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপির কর্মী ও নেতারা মাইকে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তাদের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে টিএন মুখার্জি রোডের বেহাল দশা রাস্তা খানাখন্দে ভরা ভাঙাচোরা প্রশাসনকে বলে কোনও লাভ হচ্ছে না, এরফলে চার পাঁচ দিন ধরে অটো ও টোটো ধর্মঘট করেছে। এই রাস্তা দিয়ে বড় বড় ডাম্পার ও ভারী লরি রাস্তা আরও ভেঙে দিচ্ছে। রাজ্য বিজেপি নেতা প্রণয় রায়ের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে টি এন মুখার্জি রোডের বেহাল দশা রাস্তা খানা খন্দে ভরা গাড়ি চলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। বড় বড় ডাম্পার গিয়ে রাস্তা ভেঙে গর্ত হয়ে গিয়েছে। লেভেল ক্রসিং থেকে দিল্লি রোডের মোড় পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার এই রাস্তার হাল খারাপ। এর পরিপ্রেক্ষিতে টোটো অটো চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের হয়রানি, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা এই সরকার খরচ করছে না বলে অভিযোগ তোলা হয়। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র হবে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতা প্রণয় রায় উত্তরপাড়া ও মাখলা বিজেপির মণ্ডল সভাপতি, উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অমিত সিং সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কার্তিক পুজো করলেই পরিবারে আসবে সন্তান

শুরু হয় দাস ও সূত্রধর পরিবারের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: নিঃসন্তান দম্পতি কার্তিক পুজো করলে পরিবারে আসে সন্তান, এই বিশ্বাসে অনেকে কার্তিক পুজোর আয়োজন করেন। অন্যান্য বিভিন্ন কারণেও কার্তিক পুজোর আয়োজন হয় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। শনিবার হল কার্তিক পুজো। বিভিন্ন জায়গায় সাড়ম্বরে আয়োজন করা হয় পুজো। অন্ডাল ব্লকের উখরা গ্রামের রথতলা পাড়ার দাস পরিবারে পুজো পরল এবার ৯৮ বছরে। বাংলা ১৩৩ বঙ্গাব্দে এই পুজোটির সূচনা করেন পরিবারের পূর্বপুরুষ বৈদ্যনাথ দাস। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তান কামনার আশাতেই তিনি বাড়িতে কার্তিক পূজার প্রচলন করেন। পুজোর কিছুদিনের মধ্যেই পরিবারে জন্ম হয় সন্তানের বলে জানান পরিবারের সদস্য মুরলীধর দাস। সেই থেকে ধারাবাহিকভাবে চার প্রজন্ম এই পুজোর আয়োজন করে আসছে প্রতিবছর। পরিবারের গৃহবধূ সুস্মিতা দাস জানান, কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। কিন্তু কার্তিক পুজোতে প্রতি বছর ছুটি নিয়ে ফিরে আসেন শ্বশুরবাড়িতে। পারিবারিক কার্তিক পুজোয় যোগ দেওয়ার জন্য। পুজোর আয়োজনের সব কাজ বাড়ির মহিলারা মিলেমিশে করেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে পুরাতন হাটতলা সংলগ্ন ময়রা পাড়ায় সূত্রধর পরিবারের কার্তিক পুজো পূর্বপুরুষের হাত ধরে শুরু হয়েছিল প্রায় দেড়শো বছর আগে। পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই পুজো চলে আসছে। পরিবার বর্তমানে ছয়টি শরিকে বিভক্ত। তাই ৬ বছর অন্তর এক একটি পরিবার পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব সামলান। সূত্রধর পরিবারের কার্তিক পুজো নিয়ে একটি মিথ বা লোককথা এলাকায় খুবই জনপ্রিয়। পরিবারের এক মহিলা জানান, পুজোর দিন সারা রাত প্রতিমা যেখানে থাকে সেই ঘরের দরজা খোলা রাখা হয়। প্রতিবছরই এলাকার কোনও না কোনও নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় কার্তিক প্রতিমার মূর্তির হাতে থাকা প্রতীকী তীর নিঃশব্দে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। এই তীর নিয়ে গেলে নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেন বলে বিশ্বাস গ্রামবাসীদের।

আজ থেকেই ফের চালু হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয় ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: রবিবার থেকেই ফের নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয় ট্রেন পরিষেবা শুরু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ইতিমধ্যেই সব স্টেশন মাস্টারের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন মাস গিদ্দা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তার ন্যারোগেজ লাইনে ছোটেনি টয় ট্রেন। ধসের জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেও লাইন মেরামত করতে সাড়ে তিন মাস সময় লেগে গেল রেলের। তবে সমস্যা কাটিয়ে অবশেষে রবিবার থেকে পাহাড়ের রাস্তায় ফের এ বার ছুটবে টয় ট্রেন। ইতিমধ্যে মহরাও হয়েছে। রেল কর্তারা লাইন পরীক্ষা করে সায় দিয়েছেন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু জানান, রবিবার থেকে পুনরায় টয় ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে।

২০১৭ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় টানা দেড় বছর বন্ধ ছিল টয় ট্রেন পরিষেবা। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ২টি হেরিটেজ স্টেশনও। পরবর্তী সময়ে সামান্য সমস্যার জন্য এক-দু'দিন টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকলেও তা কখনও এত দিন বন্ধ থাকেনি। এই নিয়ে গত মাসেই ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি রেলকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করে। এরপরেই নড়েচড়ে বসে ডিএইচআর। দ্বিগুণ গতিতে কাজ শুরু করা হয়। পাগলাঝোরা এবং রংটংয়ের উপরে যেখানে যেখানে লাইন ধসে গিয়েছিল ওই এলাকাগুলিতে রেলবোর্ডের একটি প্রতিনিধি দল এবং ইউনেসকোর প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে যায়। ওই প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের পরেই সিদ্ধান্ত হয় বাড়তি লোক দিয়ে কাজ করানো হবে। শুক্রবার কাজ শেষ করে চূড়ান্ত মহড়া সম্পূর্ণ হয়েছে। পাহাড়ের বাঁকে কয়লা পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ, কু ঝিকঝিক শব্দ ভুলতেই বসেছিল পাহাড়বাসী। ট্রেন চালু হওয়ার খবরে খুশি সুকনা এবং রংটংয়ের মোমো বা অন্য ফাস্টফুড বিক্রেতারা। টয় ট্রেন না চলায় তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল। শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির উপরেই তাঁদের ব্যবসা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পানীয় জলের সংকট, প্রতিবাদে পরিবহণের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের সিদুলির ৪ নম্বর এলাকায় দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ দিন ধরে হচ্ছে না কোনও জল সরবরাহ, প্রতিবাদে ইসিএল এর পরিবহণের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অন্ডালের সিদুলির ৪ নম্বর এলাকায় এলাকার সিদুলি কোলিয়ারি থেকে হয় জল সরবরাহ। দীর্ঘদিন ধরে এই কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ করে প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন ধরে কোলিয়ারির চার নম্বর এলাকায় সরবরাহ হচ্ছে না কোনও জল। আর সেই কারণেই চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। পানীয় জল থেকে শুরু করে নিত্যব্যবহার্য জলও পৌঁছচ্ছে না এলাকায় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই কোলিয়ালির পরিবহণের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাই স্থানীয় বাসিন্দারা। মেলা ১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ। পরে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

ছেলের মামাবাড়ি যাওয়াতে বাবা আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: বাবার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মামারবাড়ি গিয়েছিল ছেলে। সেই কারণে মায়ের সঙ্গে গন্ডগোল করে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী বাবা। শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার পশ্চিম চ্যাংদানা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিশ্বনাথ দত্ত (৪০)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার পাশের কার্তিকপুর গ্রামে মামার বাড়ি গিয়েছিল বিশ্বনাথের ছেলে। এ নিয়ে স্ত্রী অর্পিতা দত্তের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয় বিশ্বনাথের। ঝগড়ার মধ্যেই পাশের ঘরে চলে যান বিশ্বনাথ। রাত ১১ টা নাগাদ ভাত খাওয়ার জন্য বিশ্বনাথকে ডাকতে যান স্ত্রী অর্পিতা। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি বিশ্বনাথের। স্ত্রীর চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা।

প্রতিবেশীর সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে বৃদ্ধাকে মুগুর দিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: **প্রতিবেশীর সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে ষাট বছরের বৃদ্ধাকে মুগুর দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ। আটক দুই। উত্তর ২৪ পরগনার বয়ড়া গ্রামের বাসিন্দা ফুলকুমারী খাঁ শনিবার ভোর রাতে তার বাড়ির পাশে প্রস্রাব করে। অভিযোগ প্রতিবেশী নগেন হালদার প্রস্রাব করা নিয়ে গন্ডগোল করে ফুলকুমারী খাঁকে মুগুর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা এসে আহত ফুলকুমারী দেবীকে উদ্ধার করে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী নগেন হালদার ও তার মেয়ে ঝুমুর হালদারকে আটক করেছে বাগদা থানার পুলিশ।ব,দ্ধা ফুলকুমারী খাঁ বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে নিয়ে তার বাড়িতে থাকতেন। প্রতিবেশী নগেনের সঙ্গে আগে পরেও একাধিক বিষয় নিয়ে টুকিটাকি বিবাদ হত বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। ফুলকুমারী দেবীর আত্মীয়দের দাবি অভিযুক্তর শাস্তি হোক।**

রেললাইনের ধার থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রেলরাইনের ধার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখার শক্তিগড় ও পাল্লা রোড রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা পরে থাকতে দেখে রেল পুলিশকে জানায়। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের আধিকারিকরা পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

৭১ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৭১ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হল পশ্চিম বর্ধমান জেলার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও সমবায় উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক , দুর্গাপুর মহকুমা শাসক, কাঁকসা ব্লক সমষ্টি উন্নয়নের আধিকারিক পর্ণা দে, এসবিএসটিসি সেলের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, বর্ধমান কো-অপারেটিভেট চেয়ারম্যান উত্তম মুখার্জি, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সমিতির মৎস্য কৃষি ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ নব কুমার সামন্ত সহ সমবায় দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান,রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতোই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সাত দিন ধরে সমবায় সপ্তাহ উদযাপন হচ্ছে। মূলত কিভাবে আগামী দিনে এই সমবায় সংগঠনগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন সমবায়কে এই মঞ্চ থেকে সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় যাতে ওই সমবায় সংগঠনগুলি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বেশ কিছু মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। যারা সমবায়ের সদস্য তারা সমবায় থেকে স্বল্প ঋণে আর্থিক সহায়তা নিয়ে অসুবিধার সময় নিতে পারবেন এবং তাদেরকে সময় মতো আবার সেই ঋণ সমবায়কে ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে অন্যান্য আরো সদস্যরা সেই সুবিধা পায়। তবেই এই সমবায়গুলি আগামী দিনে টিকে থাকবে ও সাধারণ মানুষকে সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপি ও তৃণমূলকে দুষলেন সূর্যকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুধু লটারি নয়, সব ক্ষেত্রেই মানুষের টাকা লুট হচ্ছে। এর সঙ্গে বিজেপি তৃণমূল উভয় দলই জড়িত রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন সিপিআইএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। শনিবার ঝাড়গ্রাম শহরের বলাকা অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং পলিট ব্যুরোর নেতা সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণ সভায় রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন। ইডি, সিবিআই আজ পর্যন্ত তেমন কি করেছে? যাদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? সূর্যকান্ত মিশ্র জানান, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে এই দীর্ঘসূত্রিতার প্রতিবাদে আগামী ২১ তারিখ নভেম্বর সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ট্যাব দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সরকারের সময় সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। রেশন, চিকিৎসা ও শিক্ষায় দুর্নীতি ছাড়িয়ে গেছে। ট্যাব দুর্নীতিতে বিজেপি, তৃণমূল উভয়েই জড়িত না থাকলে এভাবে ট্যাবের টাকা আত্মসাৎ করা সম্ভব হত না। নতুন প্রজন্মকে সামনে আনার লক্ষ্যেই এদিনের এই স্মরণ সভা বলে সূর্যকান্ত মিশ্র জানান।

বর্ধমানে রায় পরিবারের বাড়িতে পরল ৫৮টি কার্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পরিবার সহ পাড়া প্রতিবেশীদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। শনিবার কার্তিক মাসের সংক্রান্তি তিথি। এই দিনেই হয় কার্তিক পুজো। বাংলার ঘরে ঘরে এই দিন পূজিত হন দেব সেনাপতি অর্থাৎ কার্তিক, মা দুর্গা ও দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র তিনি। তবে এখানে তিনি ঘরের ছেলে তাকে সন্তান রূপে ঘরে তোলেন ঘরের বউমা। কথিত আছে, কার্তিকের আরাধনা করলে ঘরে পুত্র সন্তান লাভ হয়। সেই সঙ্গে ঘরে ধন-সম্পদ এর বৃদ্ধি হয় কার্তিকের আরাধনা যশ ও বল প্রাপ্তি হয়। বিশেষ করে যে নবদম্পতি থাকে তাদের উদ্দেশ্য করেই ঘরে তার বন্ধুবান্ধব সকলে মিলে ঘরে কার্তিক ফেলে আসেন। বর্ধমান শহরের রাজগঞ্জ আকরবাগান এলাকার রায় পরিবার। সেই পরিবারের নব দম্পতি মাত্র একমাস বিবাহ হয়েছে তার মধ্যেই তার বাড়িতে পড়ে কর্তিক। তবে একটা দুটো নয়, প্রায় ৫৮টি কার্তিক। বাড়ির নতুন বউ যার উদ্দেশ্যে বাড়িতে এই কার্তিক তিনি জানিয়েছেন শুক্রবার রাতে তার স্বামীর বন্ধুবান্ধব সকলে মিলে বাড়ির সামনে ৫৮টি কার্তিক ফেলে গেছে বাজি ফটকা বাজিয়ে। এতগুলো কার্তিক পেয়ে সে খুব খুশি তার সঙ্গে তার বাড়ির সকল লোকজন। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই সকাল থেকে ভিড় জমান বাড়িতে এতগুলো কার্তিক দেখতে। পরিবারের লোকজন সকলেই জানান, এই বাড়িতে প্রথমবার এতগুলো কার্তিক পরল তাই তারা চেষ্টা করবেন ধুমধাম সহকারে পুজো করার। তার পাশাপাশি বাড়িতে খাওয়ানোর আয়োজনও করবেন।

এক মহিলা ও দুই শিশু সহ মণিপুরে উদ্ধার তিন দেহ

মণিপুর, ১৬ নভেম্বর: ফের অশান্ত মণিপুর। শুক্রবারের পর শনিবার, মণিপুরে উদ্ধার হল আরও তিন দেহ। নতুন করে জিরিমুখে নদীতে ভেসে আসা তিনটি দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। গত সোমবার মণিপুরের জিরিবাম থেকে ৬ জন নিখোঁজ হয়ে যান। জিরিমুখ এলাকা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এখনও পর্যন্ত ৩টি দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনটি দেহের মধ্যে তিন মহিলা ও তিন শিশু। দেহগুলোকে ময়নাতদন্তের জন্য অসমের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পাঁচ দিন আগেই জিরিবাম জেলা থেকে একই পরিবারের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। ওই ছ'জন ছিলেন মেইতেই সম্প্রদায়ের। তাঁদের খোঁজ শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। শুক্রবার রাতে তিনজনের দেহ উদ্ধারের পর শনিবার উদ্ধার হল আরও তিন জনের দেহ। প্রশ্ন উঠছে, উদ্ধার হওয়া দেহগুলি কি অপহৃত ছয় মহিলা ও শিশুর? ছ'জনের দেহ উদ্ধারের পর গোলমালের আশঙ্কায় ইম্ফল পশ্চিম এবং ইম্ফল পূর্বে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বন্ধ সাত জেলার ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, ওই দেহ তিনটি প্রাপ্তবয়স্কদের। তবে দেহগুলির একটি মহিলার। বাকি দুই দেহ শিশুদের। জলে ভেসে ফুলে ওঠায় তদন্তকারীরা বয়স বুঝতে পারেননি। শনিবার দুপুরে সরকারি একটি সূত্র ওই সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, আরও তিনটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলি এখনও শনাক্ত করা যায়নি। শিলচরের হাসপাতালে ময়াতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, জিরিবাম থেকে ওই হাসপাতালের মর্গের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। মণিপুরের জিরিবামে কুকি জঙ্গি এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। অভিযোগ, সেই সময় একদল কুকি জঙ্গি মেইতেই সম্প্রদায়ের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ১০ কুকি জঙ্গি। যদিও কুকি সম্প্রদায়ের দাবি, নিহত ১০ জন ছিলেন গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী। তাঁদের দেহ মিজোরামে নিতে চেয়ে গত সোমবার থেকে শিলচরের হাসপাতালের মর্গ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কুকিরা। শনিবার সকালে পুলিশ ১০ জনের দেহ নিয়ে কুকি অধ্যুষিত চুরাচাঁদপুরের দিকে রওনা হলে তাদের ঘেরাও করেন কুকিরা। বিক্ষোভ দমন করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনার পরে সতর্ক অসমের পুলিশও।

প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তারপর থেকেই মেইতেই সম্প্রদায়ের লোকজনকে বোরোবেকরা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, গত সোমবার আশ্রয় শিবিরে হামলা চালায় কুকি জঙ্গিরা। সেদিনই একই পরিবারের ৬ জন জিরিবামের বোরোবেকরা এলাকা থেকে নিখোঁজ হন। প্রথম থেকেই মেইতেই সম্প্রদায়ের তরফে অভিযোগ উঠছিল, কুকি সম্প্রদায়ের সশস্ত্র জঙ্গিরা ৬ জনকে অপহরণ করেছিল।

মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড নির্বাচন

আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনে বিজেপি এবং কংগ্রেসকে নোটিস কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য বিজেপি ও কংগ্রেসকে নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে নোটিস পাঠিয়ে আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে দু' দলের জবাব তলব করা হয়েছে। পাশাপাশি সতর্ক করে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে দুই দলই যেন প্রচারে আদর্শ আচরণবিধিকে গুরুত্ব দেয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস মহাসচিব জয়রাম রমেশ। দাবি করা হয়, ৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের নাসিক ও ধুলেতে নির্বাচনী প্রচারে মিথ্যা, বিভাজনমূলক ও আপত্তিকর নিন্দনীয় ভাষণ দিয়েছেন মোদি-শাহ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। গত ১৪ নভেম্বর এই দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় কমিশনে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, রাহুল নির্বাচনী ভাষণে রাজ্যগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই বাধানোর চেষ্টা করেছেন। সংবিধানের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়েছেন ও বিজেপি সংবিধান নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজেপির অভিযোগ বার বার সতর্ক করা হলেও একই কাজ করে চলেছেন রাহুল। ফলে অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়। সেসব অভিযোগের জেরে এদিন দুই দলের সভাপতিকে নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন।

দেরাদুনে গাড়ি দুর্ঘটনায় ধড় মুন্ডু আলাদা, তদন্তে পুলিশ

দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর: দেরাদুনে গাড়ি দুর্ঘটনায় ছয় ছাত্রছাত্রীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা দাবির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ছাত্রছাত্রীরা 'লং ড্রাইভে' বেরনোর আগে মদ্যপান করেছিলেন, গাড়ি ঝড়ের গতিতে চালাচ্ছিলেন ইত্যাদি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে যতক্ষণ না এই দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাত্র সিদ্ধেশ আগরওয়াল কথা বলার মতো অবস্থায় ফিরছেন, ততক্ষণ আসল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা সম্ভব নয় বলে দাবি পুলিশের।

সিসিটিভি ফুটেজে ওই ছাত্রছাত্রীদের গাড়ির গতিবিধি খতিয়ে দেখে পুলিশ। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার রাত, অর্থাৎ ১১ নভেম্বরের সেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রাজপুর রোড, সহরানপুর চওক, কাম্বলি রোড, বল্লীবালা থেকে বল্লুপর পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই ছিল গাড়িটি। যে ট্রাকে ধাক্কা মেরেছিল গাড়িটি, সেই ট্রাকের গতিবিধিও সিসিটিভি ফুটেজে খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখানে দেখা গিয়েছে, কিসাননগর চক থেকে ওএনজিসি চক পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই ছিল ট্রাকটিও। কিন্তু তারপরেও কী ভাবে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মাথা কেটে আলাদা হয়ে গিয়েছে দু'জনের, সেই দৃশ্য দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, গাড়ির গতি বেশি ছিল। ফলে এই ঘটনার সত্য উদঘাটনে এখন মরিয়া পুলিশ।

এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিচয় জানা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মৃতেরা হলেন, কামাক্ষী (২০), গুনিত (১৯), ঋষভ জৈন (২৪), নব্য গয়াল (২৩), অতুল আগরওয়াল (২৪) এবং কুণাল কুকরেজা (২৩)। পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গাড়িটি ছিল অতুলের। ধনতেরসের সময় তাঁর বাবা গাড়িটি কিনেছিলেন। সেই গাড়ি নিয়েই রাতের শহর ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ওই ছাত্রছাত্রীরা। এক সূত্রের দাবি, অতুলরা নতুন গাড়ি কেনায়, তাঁর বন্ধুরা পার্টি দিতে বলেছিলেন। নতুন গাড়িটি নিয়ে সেই পার্টিতে হাজির হয়েছিলেন অতুল। সকলে সেখানেই ছিল। মদ্যপানের পর 'লং ড্রাইভে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অতুলেরা। দুর্ঘটনার সময় ওই ছাত্রছাত্রীরা মত্ত ছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই ঘটনায় সিদ্ধেশ আগরওয়ালের বাবা আবেদন জানান, বাইরে নানা রকম তত্ত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব তত্ত্বে কেউ যেন বিশ্বাস না করেন। দাবি, এই সব তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল। পুলিশ তদন্ত করছে।

বস্তারে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত ৫ মাওবাদী

বস্তার, ১৬ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেলেন জওয়ানরা। বস্তারের অবুঝমাড় জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ মাওবাদীর। মৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে ৫টি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। গুলির লড়াইয়ের জখম দুই জওয়ানকে চিকিৎসার জন্য রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ওই জঙ্গলে মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে শনিবার সকালে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন জওয়ানরা। তখনই গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালাতে থাকলে লড়াইয়ে ৫ মাওবাদী নিহত হয়। অন্যদিকে, ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের দুই জওয়ান জখম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কপ্টারে করে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

বস্তার রেঞ্জের আইজিপি পি সুন্দররাজ বলেন, 'তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর থেকে মাওবাদীরা গুলি চালাচ্ছে।' তিনি জানান, কাঙ্কের ও অবুঝমাড়ের উত্তরে জঙ্গলে মাওবাদীদের উপস্থিতি নিয়ে তাঁরা তথ্য পান। তারপরই ডিআরজি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং বিএসএফ অভিযানে নামে। এলাকাটি ঘিরে ফেলার পরই সকাল ৮টা নাগাদ গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা।

কয়েকদিন আগে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে তিন মাওবাদী নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

পুতিন ও জার্মানির চ্যান্সেলারের কথোপকথন, জল্পনা

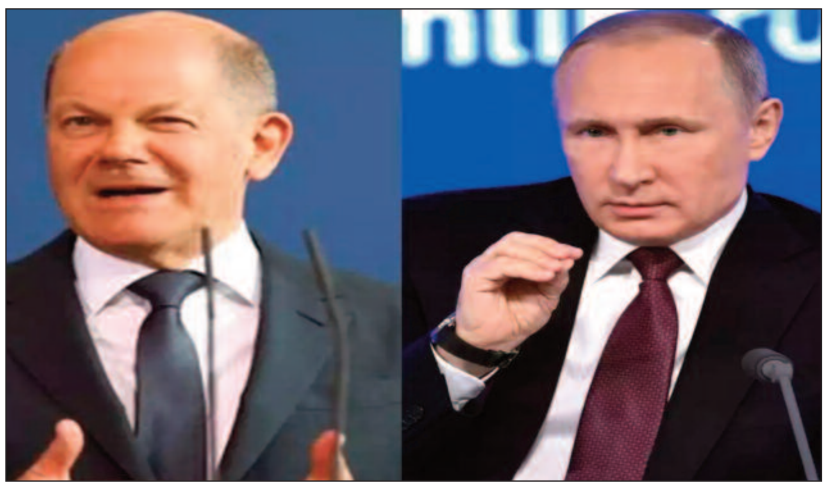

কিভ, ১৬ নভেম্বর: খুলে গিয়েছে 'প্যান্ডোরার বাক্স'। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ সুলৎজ ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ফোনালাপের পরই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদে সামিল হতে গিয়ে এমনই খোঁচা দিতে দেখা গেল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর মতে, পুতিনকে 'কোণঠাসা' করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আরম্ভ হতেই, তা এবার স্তিমিত হতে চলেছে। জেলেনস্কিকে বলতে শোনা গিয়েছে, এটাই তো দীর্ঘদিন ধরে চেয়ে আসছিলেন পুতিন। ওঁর এবং রাশিয়ার 'কোণঠাসা' দশা ঘোচানোর জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, দুবছর পরে এই প্রথম পুতিন ও জার্মানির প্রশাসকদের মধ্যে কোনও কথোপকথন হল। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এবার জার্মানির চ্যান্সেলর ও পুতিনের কথোপকথন নিয়ে তৈরি হল নয়া জল্পনা।

পুতিনের সঙ্গে কথা বলার সময় সুলৎজ জোর দেন ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা সরানোর ব্যাপারে। যদিও মনে করা হচ্ছে এর পিছনে রয়েছে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য। আসলে আগামী ফেব্রুয়ারিতে রয়েছে নির্বাচন। সুলৎজের দল সোশাল ডেমোক্র্যাটদের উপরে চাপ রয়েছে রুশ-বন্ধে পপুলিস্ট পার্টিসের তরফে। এক পশ্চিমী কূটনৈতিক নেতার মতে, ট্রাম্পের নির্বাচনের পর এই কথোপকথন একটা খারাপ সংকেত। কার্যতই যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়ে সুলৎজ বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, তাঁর তরফে তিনি চেষ্টা করেছেন। কেননা পুতিন যে যুদ্ধ থামাতে আগ্রহী নন, সেটা পরিষ্কার। কাজেই এই ফোনালাপ স্রেফ কৌশলগত ভাবেই একটি পদক্ষেপ মাত্র। আবার ওয়াকিবহাল মহল এও মনে করছে, দিনের পর দিন এই যুদ্ধের কারণে জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞার ধাক্কা সামলাতে হয়েছে জার্মানিকে। তারা মস্কো থেকে গ্যাস কিনতে পারছেন না। ৬০ শতাংশ জার্মান বাড়িতে আগুন জ্বলে রুশ গ্যাস থেকে। এর বিকল্প খোঁজা চেষ্টাও শুরু হয়েছে যুদ্ধ লাগার পর থেকেই। তবুও শেষপর্যন্ত রাশিয়ার থেকে সুবিধা পেতে যে জার্মানি মরিয়া তাতেও সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে সুলৎজ-পুতিন ফোনালাপ ঘিরে নানা জল্পনা ছড়াচ্ছে অবিরত।

একটি বাইকে আট সদস্যের পরিবার, হতবাক পুলিশকর্মী

লখনউ, ১৬ নভেম্বর: একটি বাইকে আট সদস্যের গোটা পরিবার। তাদের সকলকে বাইকে চাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে পড়লেন এক ব্যক্তি। উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে পরিবারের সাত সদস্যকে একসঙ্গে বাইকে ভ্রমণ করাতে গিয়ে ধরা পড়লেন পরিবারের কর্তা। স্থানীয় ট্র্যাফিক পুলিশ এই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে পথ আটকান। সম্প্রতি এক্স মাধ্যমে সেই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তা দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। 'কাভিশ আজিজ' নামের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

ভাইরাল সেই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের ছয় সন্তান, মোট আটজন একটি বাইকে চড়ে যাচ্ছিলেন। জায়গার অভাবে বাইকের পেট্রোল ট্যাঙ্কের ওপরে তিন সন্তানকে বসিয়েছিলেন বাবা। এতজন সওয়ারির সঙ্গে গৃহস্থালির অন্য জিনিসপত্রও বাইকে চাপিয়েছিলেন ওই দম্পতি। বাইক থামাতেই পরিবারে সদস্যদের গুনে হতবাক হন ট্র্যাফিক পুলিশ।

ট্রলিব্যাগে দলা পাকানো তরুণীর দেহ, আঘাত স্পষ্ট

লখনউ, ১৬ নভেম্বর: শনিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের হাপুরের কাছে দিল্লি-লখনউ হাইওয়ের পাশে এমনই একটি ট্রলিব্যাগ থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হাইওয়ের পাশে একটি ট্রলিব্যাগ পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাগের ভিতরে বোমা থাকতে পারে এই সন্দেহে কয়েকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে ট্রলিব্যাগটি খুলতেই এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তরুণীর দেহ দেখে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, একদিন আগে খুন করা হয়েছে। তারপর দেহটি ট্রলিব্যাগে ভরে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তরুণী আশপাশের এলাকার কি না, তা-ও জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বেজিং চায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে: চিনা রাষ্ট্রদূত

বেজিং, ১৬ নভেম্বর: শুক্রবার হংকংয়ে চিনা কূটনীতিক ও চিনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সামনে বক্তব্য রাখার সময় আমেরিকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত শি ফেং জানালেন, বেজিং চায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে। কূটনৈতিক বিশ্বে কে কখন বন্ধু হয়, কে শত্রু তা আসলে সমীকরণের খেলা। ডোনাল্ড ট্রাম্প মসনদে প্রত্যাবর্তনের পরই চিনের তরফে বন্ধুত্বের বার্তা সেই কথা মনে করিয়ে দিল। এমনটাই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। ফেংকে বলতে শোনা গিয়েছে, চিন ও আমেরিকার পরস্পরের প্রতি উদ্বেগ রয়েছে। কিন্তু অকপটে যোগাযোগ করার জন্য, একযোগে সমাধান খোঁজার জন্য সমস্যাগুলিকে টেবিলে আনা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। তাঁর এমন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানাননি, ট্রাম্প না কমলা কাকে সমর্থন করবেন তাঁরা। তবে তাঁর স্মৃতিতে অবশ্যই ছিল ট্রাম্প ২০১৮ সালে কী করেছিলেন। সেবছরই চিনা পণ্য আমদানিতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। 'বদলা' নিতে অবশ্য চিনও মার্কিন পণ্যের আমদানিতে চাপিয়ে দেয় ১১০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক। এমতাবস্থায় রিপাবিলকানরা ক্ষমতায় আসা মানেই চিনের প্রতি কড়া মনোভাব অব্যাহত রাখবে হোয়াইট হাউস। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। আবার নির্বাচনের আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, মসনদে ফিরলে তিনি চিন ও তাইওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলেও মার্কিন সেনা পাঠাবেন না। তাঁর কথায়, জিনপিং আমাকে পছন্দ করেন। সেই সঙ্গেই স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে ট্রাম্প এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, চিনা প্রেসিডেন্ট ভালোই জানেন তিনি কেমন 'পাগলাটে'! এই পরিস্থিতিতে ইতিহাসবিদ রানা মিটার জানিয়েছিলেন, ট্রাম্প জিতলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। সম্ভবত সেকথা মাথায় রেখেছেন জিনপিংও। তাই ট্রাম্প ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিনের তরফে এল বন্ধুত্বের বার্তা। এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

শেতাঙ্গ কানাডাবাসীদের দেশ ছাড়ার হুঁশিয়ারি খলিস্তানিদের

ওটাওয়া, ১৬ নভেম্বর: হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনার পর গত বছর ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুদের কানাডা ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল খলিস্তানিরা। এবার খোদ ভূমিপুত্র কানাডাবাসী শ্বেতাঙ্গদের দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ড কিংবা ইউরোপে চলে যাওয়ার নিদান দিল খলিস্তানিরা। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে খলিস্তানিপন্থী এক ব্যক্তি কানাডিয়ানদের হুমকি দেন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া দুই মিনিটের ভিডিওটি 'নগর কীর্তন'-সহ একটি শোভাযাত্রার। যেটি চলছিল কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এলাকায় সুররেতে। শোভাযাত্রায় খলিস্তানি পতাকা ছিল অনেকের হাতে। উপস্থিত জনতাকে খলিস্তানিপন্থী স্লোগান দিতে শোনা যায়। এক সময় যিনি ভিডিও করছিলেন তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, শ্বেতাঙ্গরা বহিরাগত হানাদার। কানাডা আমাদের জায়গা। এর পর শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশে বলেন, তোমারা ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপে চলে যাও। খোদ কানাডিয়ানদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন, এটা কানাডা, আমাদের দেশ। তোমরা (কানাডিয়ান) ফিরে যাও।

এক্স হ্যান্ডেলে বিতর্কিত ভিডিওটি পোস্ট করেন ড্যানিয়েল বোর্ডম্যান নামের এক ব্যক্তি। ক্যাপশানে তিনি লেখেন, সুররে-তে এক খলিস্তানিরা শোভাযাত্রা করে। তাঁরা দাবি করে, আমরাই কানাডার মালিক। আরও বলে, শ্বেতাঙ্গরা ইউরোপে কিংবা ইজরায়েলে চলে যাক। কানাডার বিদেশ নীতিতে ওদের আমরা নাক গলাতে দেব কেন?

প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বিতর্কিত অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে হাত রয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার। এর পর থেকেই ভারত-কানাডা সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রুডোর দাবি উড়িয়ে দেয় নয়াদিল্লি। যদিও খলিস্তানিপন্থীদের নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। কিছুদিন আগেই কানাডার একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা চালায় খলিস্তানিরা। আগেই হিন্দুদের কানাডা ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেয় তারা। এবার খোদ শেতাঙ্গ কানাডিয়ানদের দেশ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হল।

রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের গিয়ার পাল্টাচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৪.৬৪; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা সঞ্জু স্যামসনের ইনিংসের স্ট্রাইক রেট। এত কিছুর পরও স্যামসনের কিছুটা মন খারাপ হতে পারে। কারণ, কালকের ম্যাচে ভারতের যে ৩ জন ব্যাটিং করেছেন, সেখানে স্যামসনের স্ট্রাইক রেটই সবচেয়ে কম। বাকি দুজনের স্ট্রাইক রেটই ২০০ বা এর চেয়ে বেশি।

তিলক বর্মা করেছিলেন ৪৭ বলে ১২০। স্যামসন, তিলক; দুজনেই ছিলেন অপরাজিত। আরেক ওপেনার অভিষেক করেন ১৮ বলে ৩৬। এমন 'হাতুড়িপেটা'র পর রান যা হওয়ার তেমনটাই হয়েছে;২০ ওভারে ১ উইকেটে ২৮৩।

ভারতের এই ২৮৩ শুধু একটা সংখ্যা নয়, একটা ইঙ্গিতও। সেই ইঙ্গিতটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে গিয়ার পরিবর্তনের আর তার নেতৃত্বেও বোধ হয় ভারত। যদিও টি,টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ সংগ্রহটা জিম্বাবুয়ের, সেটা তারা করেছে গত ২৩ অক্টোবর, গাম্বিয়ার বিপক্ষে।

এর ৪ দিন আগে সেশলসের বিপক্ষে সিকান্দার রাজার দল করেছিল ২৮৬, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বোচ্চ সংগ্রহ। জিম্বাবুয়ের এই দুটি ম্যাচ আন্তর্জাতিক হলেও অসম প্রতিপক্ষের কারণে জিম্বাবুয়ে নেতৃত্ব পাওয়ার দৌড়ে পিছিয়েই থাকবে।

ভারত কাল করেছে ২৮৩। সেটা আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে। কাল দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলার ছিলেন মার্কো ইয়ানসেন। যিনিও ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ১০ রানের বেশি করে। এর আগে গত মাসেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ২৯৭ রান করে ভারত। আর বড় ৪টি সংগ্রহই এসেছে গত ৩৫ দিনের মধ্যে।

ভারত ছক্কা মেরেছে ২৩টি। টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে ভারতের সর্বোচ্চ ছক্কা এটি, সব মিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ। ভারতের চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে শুধু জিম্বাবুয়ে ও নেপাল। জিম্বাবুয়ে যা করেছিল গাম্বিয়ার সঙ্গে আর নেপাল মঙ্গোলিয়ার। এর আগে সর্বোচ্চ ২২টি ছক্কা ভারত মেরেছিল গত অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে।

এবার এই দুই ম্যাচকেন্দ্রিক আলোচনাকে পাশে সরিয়ে রাখা যাক। পুরো বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলেও ভারতকেই রাখ তে হবে নেতৃত্বে।

এ বছরে ভারত ২০০ রান বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে ৯ বার, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে যেকোনো দলের সর্বোচ্চ। চলতি বছরে ভারত ম্যাচ খেলেছে ২৪টি। তাতে ওভারপ্রতি রান তুলেছে ৯.৫৫ করে, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চও ছিল ভারতের। ২০২৩ ও ২০২২ সালে ভারত রান তুলেছিল ওভারপ্রতি যথাক্রমে ৯.২৩ ও ৯.২০ করে। মানে টানা দুই বছর ভারত নিজেদের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ল। ভারত টি-টোয়েন্টিতে ২৫০ বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে তিনবার। ছাড়িয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে, চেক প্রজাতন্ত্র ও জাপানকে, তারা ২ বার করে ২৫০ রান ছোঁয়া সংগ্রহ তুলেছে। ভারতের সমান ৩ বার ২৫০ বা এর চেয়ে বড় রানের সংগ্রহ আছে শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও সারের। ভারতের খেলোয়াড়েরা টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ২৩টি সেঞ্চুরি করেছেন, যা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ১১টি বেশি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সেঞ্চুরি আছে ১১টি। একা স্যামসনই সর্বশেষ ৫ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন ৩টি। তিলক সেঞ্চুরি করলেন টানা দুই ম্যাচে। অর্থাৎ, টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করাকেও অনেকটা ধারাবাহিক করে ফেলছেন ভারতের ক্রিকেটাররা।

ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স এমন হলে দল কীভাবে খারাপ করে? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই ভারতই সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে। ১৬৫ জয়ের বিপরীতে হেরেছে ৭০টিতে। হারের বিপরীতে তাদের জয়ের হার ২.৩৬;যা সর্বোচ্চ।

১৪৭ রানের লক্ষ্য, প্রথম ১০ ওভারে ৪৪ রান তোলা পাকিস্তান হারল ১৩ রানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিসবেনে 'সেভেন-সেভেনে' পরিণত প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার ৯৩ রানের জবাবে অলআউট হই-হই করেও শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ৬৪ রান তুলে ২৯ রানে হারে মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে আজ সিডনিতে দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে জিততেই হতো। সেই ম্যাচেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় হেরেছে পাকিস্তান। ১৩ রানে হেরেছে তারা। তিন ম্যাচের সিরিজটা এক ম্যাচ হাতে রেখেই জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া।

দুই পেসার হারিস রউফ (৪/২২) ও আব্বাস আফ্রিদি (৩/১৭) এবং স্পিনার সুফিয়ান মুকিমের (২/২১) দুর্দান্ত বোলিংয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ১৪৭ রানে আটকে রেখেও শেষ পর্যন্ত হারল পাকিস্তান।

রান তাড়ায় স্পেনসার জনসনের করা ৮ বলের প্রথম ওভাবে ১২ রান তোলে পাকিস্তান। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে জেভিয়ার বার্টলেটকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে স্কয়ার লেগে সীমানায় নাথান এলিসের হাতে ক্যাচ দিয়ে বাবর আজমের (৩) বিদায়ের পর আর আস্কিং রেটের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি।

ইনিংস অর্ধেক পথ পাড়ি দেওয়ার সময় ৪ উইকেটে ৪৪ রান তুলতে পারে দলটি। দশম ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে বাঁহাতি পেসার জনসন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আগাকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সুযোগও পেয়েছিলেন। সেই সুযোগ হারালেও সাত ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট পেয়ে গেছেন ২৮ বছর বয়সী জনসন। ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৫ উইকেট জনসনের, পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলিং এখন তাঁরই। পেছনে পড়ল ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জেমস ফকনারের (৫/২৭) রেকর্ড।

৪৪ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর কঠিন হয়ে যাওয়া সমীকরণের সামনে যা একটু চেষ্টা করেন উসমান খান ও ইরফান খান। দুই খান মিলে পঞ্চম উইকেটে ৩২ বলে ৫৮ রানের জুটি গড়ে একটু আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু ২৮ বলে ৫২ রান করে উসমান জনসনের চতুর্থ শিকার হওয়ার পর বাকিরা আসা-যাওয়ার মধ্যেই ছিলেন। ফল, ২৮ বলে ৩৭ রান করে অপরাজিত থেকে শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন ইরফান। পাকিস্তানের ইনিংসে শেষ দিকে পরপর তিন ব্যাটসম্যান ফেরেন শূন্য রানে।

এ আগে সিডনিতে টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে পথ হারানোর গল্পই বলতে হবে। ম্যাথু শর্ট ও জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের উদ্বোধনী জুটি ৩.৩ ওভারেই তুলে ফেলেছিল ৫২ রান। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে ফ্রেজার-ম্যাগার্কের (৯ বলে ২০ রান) বিদায়ের পরই রান তোলার গতি হারায় অস্ট্রেলিয়া। এরপর ১৬.২ ওভারে ১০০ রানও তুলতে পারেনি দলটি।

চতুর্থ ওভারের শেষ বলে জশ ইংলিসকেও ফিরিয়ে পাকিস্তানকে ম্যাচে ফেরানোর কাজ শুরু করেন হারিস রউফ। পরের ওভারের শেষ বলে আব্বাস আফ্রিদি যখন বোল্ড করে দিলেন ম্যাথু শর্টকে (১৭ বলে ৩২), অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৫৬/৩।

এরপর মার্কাস স্টয়নিসকে নিয়ে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৩০ রানের জুটি গড়লেও দুজনে মিলে খেলে ফেলেন ২৯ বল। ১৫ বলে ১৪ রান করে বাঁহাতি স্পিনার সুফিয়ান মুকিমের প্রথম শিকার হন স্টয়নিস। ১০ বল পর ম্যাক্সওয়েলকেও (২০ বলে ২১) ফেরান সুফিয়ান। ৯৫ রানে ৫ উইকেট খোয়ানো অস্ট্রেলিয়া এরপর ১৪৭ পর্যন্ত যেতে পারে অ্যারন হার্ডি (২৩ বলে ২৮) ও টিম ডেভিডের (১৯ বলে ১৮) ব্যাটে। শেষ পর্যন্ত এই রানই যথেষ্ট হলে সিরিজ জয় নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ১৪৭/৯ (শর্ট ৩২, হার্ডি ২৮, ম্যাক্সওয়েল ২১, ফ্রেজার,ম্যাগার্ক ২০; হারিস ৪/২২, আব্বাস ৩/১৭, সুফিয়ান ২/২১)।

পাকিস্তান ১৯.৪ ওভারে ১৩৪ (উসমান ৫২, ইরফান ৩৭* , রিজওয়ান ১৬; জনসন ৫/২৬, জাম্পা ২/১৯)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ১৩ রানে জয়ী।

সিরিজ ৩,ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২,০ ব্যবধানে এগিয়ে।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ স্পেনসার জনসন।

বড় জয় দিয়ে সন্তোষ ট্রফির যাত্রা শুরু বাংলার। রবি হাঁসদার জোড়া গোল এবং মনোতোষ মাঝি ও নরহরি শ্রেষ্ঠার গোলে ঝাড়খন্ডকে হারাল বাংলা।

পাকিস্তান ক্রিকেটে বদল! কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পাঁচ সিনিয়র ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুনদের দিকে তাকাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তাদের নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন পাঁচ জন সিনিয়র ক্রিকেটার। দলে জায়গা পেয়েছেন তিন নতুন ক্রিকেটার। মোট ২০ জন ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

প্রাক্তন অধিনায়ক নিদা দার নেই কেন্দ্রীয় চুক্তিতে। তা ছাড়া আলিয়া রিয়াজ, আনোশা নাসির, ইয়েমান ফাতিমা ও সিদরা নওয়াজকেও চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১ জুলাই থেকে নতুন চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তি থেকে বাদ পড়লেও জাতীয় দলে খে লতে পারবেন এই পাঁচ ক্রিকেটার।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য একটি কর্মসূচি নিয়েছে। ২০২৫ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত তা চলবে। এই সময়ে নতুন ক্রিকেটারদের তুলে আনার দিকে নজর দেওয়া হবে। নতুন চুক্তিতে তিন জন ক্রিকেটার ঢুকেছেন। তাঁরা হলেন তাসমিয়া রুবাব, রামিন শামিম ও গুল ফিরোজা।

২০ জনের মধ্যে তিন জনকে রাখা হয়েছে ক্যাটেগরি এ-তে। তাঁরা হলেন বর্তমান অধিনায়ক ফাতিমা সানা, সহ-অধিনায়ক মুনিবা আলি ও ওপেনার সিদরা আমিন। ক্যাটেগরি বি-তে রয়েছেন নাশরা সান্ধু ও সাদিয়া ইকবার। ক্যাটেগরি সি-তে জায়গা পেয়েছেন ডায়না বেগ ও ওমাইমা সোহেল। বাকিরা সকলেই ক্যাটেগরি ডি-তে। তাঁরা হলেন গুলাম ফাতিমা, রামিন শামিম, তাসমিয়া রুবাব, গুল ফিরোজা, সাদাফ শামাস, তুবা হাসান, নাজিহা আলবি, সায়েদা আরুব শাহ ও উম-এ-হানি।

বিসিসিআইয়ের চাপে করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে ট্রফি ট্যুর সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হল পিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, বোঝা কঠিন। তবে ব্যাপারটি যে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আগেই জানা গিয়েছে, ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না, আর পাকিস্তানও 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট করতে রাজি নয়। এ পরিস্থিতিতে আইসিসি যখন সমাধান খুঁজছে, তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ট্যুর নিয়ে জানা গেল নতুন খ বর। পিসিবি গত পরশু নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, আজ ইসলামাবাদ থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্যুর। করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির পাশাপাশি পাকিস্তানের নয়নভিরাম এলাকা হুনজা, স্কার্দু, মারে ও মুজাফফরবাদেও নিয়ে যাওয়া হবে এই ট্রফি। হুনজা ও স্কার্দু অবস্থান কাশ্মীরের পাকিস্তান-শাসিত গিলগিট,বালটিস্তানে, মারে পাঞ্জাবে এবং মুজাফফরবাদ পাকিস্তান,শাসিত আজাদ কাশ্মীরে।

নতুন খবর হলো, ভারত নাকি পাকিস্তানের এই ট্রফি ট্যুর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। ভারতের পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্যুর নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আপত্তি জানিয়েছে আইসিসির কাছে।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, 'পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পিসিবির ট্রফি ট্যুর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাইরে অন্য কোনো শহরে কিংবা স্টেডিয়ামে অথবা শপিং মলেও ট্রফি ট্যুর হলে বিসিসিআইয়ের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) তারা এটা করতে পারে না।'

বিসিসিআই আইসিসিতে আপত্তি জানানোর পর পিসিবি করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে ট্রফি ট্যুর সীমাবদ্ধ রাখতে রাজি হয়েছে। এ নিয়ে পিসিবির এক সূত্রের উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমটি, 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফির কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে পাকিস্তানে কীভাবে আরও প্রচারণা বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে এরই মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি।'

এ বিষয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট পাকিস্তানও দিয়েছে একই খবর। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিসিসিআই আপত্তি জানানোর পর হুনজা, স্কার্দু, মারে ও মুজাফফরবাদে ট্রফি ট্যুর বাতিল করেছে আইসিসি। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, পিসিবি এক বিবৃতিতে আইসিসির এই সিদ্ধান্ত জানার খবর নিশ্চিত করেছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে তারা।

পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক দেশ। ভারত সেখানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ার পর টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড' মডেলে আয়োজনের কথা উঠেছে। কিন্তু পাকিস্তান তাতে রাজি নয়। টুর্নামেন্টটি তারা নিজেদের দেশেই আয়োজন করতে চায়। সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, চ্যাম্পিনস ট্রফি অন্য কোনো দেশে আয়োজন করা হলে পাকিস্তান এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এমনিতে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু যেসব জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাতে টুর্নামেন্ট কবে, কোথায়, কখন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

রোনালদোর জোড়া গোল, ম্যাচ জয়ে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি ওভারহেড কিক, একটি পেনাল্টি শট, দুটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট;একজন ফরোয়ার্ডের জন্য একটা ম্যাচ থেকে এর চেয়ে বেশি কী চাই!

শুক্রবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ঠিক এমন পারফরম্যান্সই করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ৩৯ বছর বয়সী তারকার দুর্দান্ত নৈপুণ্যের দিনে পর্তুগাল জিতেছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে। যে জয় রোনালদোকেও তুলে দিয়েছে বড় এক রেকর্ডে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ১৩২ ম্যাচজয়ী ফুটবলার এখন রোনালদো, পেছনে পড়ে গেছেন স্পেনের সের্হিও রামোস।

পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে হওয়া নেশনস লিগ গ্রুপ এওয়ানের ম্যাচটিতে রোনালদো ছাড়াও পর্তুগালের হয়ে গোল করেছেন রাফায়েল লিয়াও, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও পেদ্রো নেতো। ৫৯ মিনিটে লিয়াও গোলের খাতা খোলার পর ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে 'পানেনকা' শটে করা গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনালদো।

ম্যাচে আল নাসর তারকার সেরা মুহূর্তটি আসে ৮৭ মিনিটে, দলের পঞ্চম গোলের সময়। ডান পাশ থেকে ভিতিনিয়া খানিকটা উঁচু করে বল বাড়ান ছয় গজ বক্সের ভেতরে। বলের চেয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে যাওয়া রোনালদো শূন্যে ভেসে ডান পায়ের শটে দূরের কোণ দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দেন। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৫-এ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৯১০-এ। দুটোই তথ্য সংগ্রহ শুরুর পর থেকে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ।

ম্যাচে রোনালদোর দুটিসহ পর্তুগালের পাঁচটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। দুই অর্ধের তুলনা টেনে ম্যাচ শেষে পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ বলেন, 'আমরা যেভাবে খেলতে চেয়েছি, সে দিক থেকে প্রথমার্ধ খুব বাজে ছিল। আমরা মনোযোগ হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে দ্বিতীয়ার্ধ ছিল আমার দেখা এখন পর্যন্ত সেরা। আমরা মানসিকতা বদলে নিয়ে খে লায় মনোযোগ বাড়িয়েছে, পারস্পরিক সহায়তা বাড়িয়েছি। পোল্যান্ডকে খেলতেই দেইনি।'

পোল্যান্ডকে ৫-১ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল। গ্রুপ এওয়ানে পর্তুগালের শেষ ম্যাচ ১৮ অক্টোবর ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**